CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • বোয়াই • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 31 August, 2020 ■ আগরতলা, ৩১ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে করোনায় মৃত্যু আরও ছয়, শতক পার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। করোনায় রাজ্যে মৃত্যু শতক পার করেছে। রবিবার একদিনে মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের। এর মধ্যে চারজন পশ্চিম জেলার। এখনও পর্যন্ত মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ১০২। এদিকে, এদিন নতুন করে ৩২১ জন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এদিন ২৮১২ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। অন্যদিকে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ২০১ জনকে।

রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। হু হু করে দীর্ঘ হচ্ছে সংক্রমিতের সংখ্যা। এক সাথে বাড়ছে মৃত্যু। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বার বার আহ্বান জানানো হচ্ছে যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু একাংশ মানুষের বেপরোয়া চলাফেরায় পরিস্থিতি আরও বেশী জটিল হয়ে উঠছে। রবিবার রাজ্যের যে ৩২১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে এর মধ্যে উত্তর জেলায় ৩৩ জন, ধলাই জেলায় ৩৪ জন, খোয়াই জেলায় ২৮ জন, গোমতী জেলায় ১৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৬ জন, ঊণকোটি জেলায় ১৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৫ জন এবং পশ্চিম জেলায় ১৬৪ জন।

এদিকে, আনলক ৪ এর নির্দেশিকা শনিবার প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোক সমাগমের সংখ্যাও কিছুটা বাড়িয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু, একাংশ মানুষ যেভাবে সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে চলেছে তাতে করোনা সংক্রমেণর আশংকাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাজারগুলিতে সামাজিক দূরত্বের কোন বালাই নেই। তাছাড়া মাস্ক না পরার মতো দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে থেকে করোনা সংক্রমেণ হার বৃদ্ধির বিষয়টিকে মাথায় রেখে নেইবারহুড ক্লাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার সংখ্যার সাথে আক্রান্তের সংখ্যার আনুপাতিক হার অনেকটাই দুঃশ্চিন্তার। জানা গিয়েছে আগরতলা পুর নিগমের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে কোভিড-১৯ পরীক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

কমলপুরে পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ধলাই জেলার কমলপুর থানা সংলগ্ন মধ্যপাড়ায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। জানা যায় ওই বাড়িতে শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে তাজা বোমাটি দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা বিষয়টি কমলপুর থানার পুলিশকে জানায়।

খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ এসে তাজা বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাজা বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়।কে বা কারা বোমাটি সেখানে রেখেছে সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।কমলপুরের মধ্যপাড়ায় তাজা বোমা উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।এলাকায় কোন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত করার লক্ষ্যেই সেখানে তাজা বোমাটি রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল করোনা আক্রান্ত রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল করোনা পজিটিভ রোগী। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর হাসপাতালে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে মধুপুর থানার পুলিশ থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত তিন দিন পূর্বে সোনামুড়া উরমাই থেকে এক মহিলা তার মেয়ের জামাই বাড়িতে মধুপুর এলাকার বিদ্যামুরাতে আসে। স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে স্বামী। ওই সময় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা গর্ভবতী মহিলা ও তার মাকে এন্টিজেন টেস্ট করায়। সেই টেস্টে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে করোনায় একদিনে আক্রান্ত ৭৮৭৬১ জন

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.)।। একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও ভারতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৮৭৬১। ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে নিহত হয়েছে ৯৪৮। গোটা দেশের সব মিলিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৪২৭৩৪। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৬৫৩০২। সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৭১৩৯৩৪। ভারতে করোনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুনের আসামীর শাস্তির দাবীতে পথ অবরোধ জগবন্ধুপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। গন্ডাছড়া জগবন্ধু পাড়ার সঞ্জিত রিয়াং হত্যাকান্ডে আসামীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে শনিবার রাস্তা অবরোধ করে এলাকাবাসী। এদিন দুপুর দেড়টা থেকে গন্ডাছড়া-আমবাসা রোডের জগবন্ধু পাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ সংগঠিত করা হয়। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাসলে ছুটে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দসিরাম রিয়াং সহ বিশাল পুলিশ বাহিনি।

পুলিশ আধিকারিক এলাকাবাসীদের আশ্বাস দেন এই হত্যাকান্ডের সাথে যারাই জড়িত আছেন পুলিশ তাদের খুজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবে এবং এই পথেই পুলিশের তদন্ত এগোচ্ছে। পুলিশ আধিকারিকের আশ্বাস পেয়ে বিকাল চারটা নাগাদ এলাকাবাসীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুই দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।

নদীপথে পণ্য আমদানি, জরিপ শুরু, ১ সেপ্টেম্বর সামগ্রী বোঝাই, সোনামুড়ায় পৌঁছনোর লক্ষ্য ৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বাংলাদেশ থেকে নদীপথে ত্রিপুরায় পণ্য আমদানির জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক ওই মুহূর্তের সাক্ষী হতে ত্রিপুরাবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন। বাংলাদেশও বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় সমস্ত ব্যবস্থা করছে। সূত্রের খবর, দাউদকান্দি-সোনামুড়া নদীপথে প্রথমবার জলযানে পণ্য পরিবহণ হবে। তাই সমস্ত ব্যবস্থা অগ্রিম করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দাউদকান্দি থেকে পণ্য ২ সেপ্টেম্বর রওয়ানা দেবে। কিন্তু ১ সেপ্টেম্বর কার্গো ট্রলারে সিমেন্ট লোড হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, শনিবার থেকে নদীপথে মার্কিং শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ কর্তৃপক্ষ ওই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পণ্য সোনামুড়ায় পৌঁছনোর লক্ষ্যে সমস্ত ব্যবস্থা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, প্রিমিয়ার কোম্পানির সিমেন্ট ত্রিপুরায় পরীক্ষামূলকভাবে নদীপথে আসবে। বাংলাদেশের নারায়ানগঞ্জের মুক্তারপুরে ওই কোম্পানির সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এনভি প্রিমিয়ার-১ নৌ-যান আগামী ১ সেপ্টেম্বর মুক্তাপুর জেটি থেকে পণ্য লোড করবে এবং সেদিনই দাউদকান্দির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। মুক্তারপুর থেকে দাউদকান্দির দূরত্ব নদীপথে প্রায় ৩৩ কিমিউ দাউদকান্দি থেকে ২ সেপ্টেম্বর ওই নৌ-যান সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। তার পর ৩ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা এবং ৪ সেপ্টেম্বর বিবিরবাজারে পণ্য নিয়ে পৌঁছবে নৌ-যানটি। ৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সোনামুড়ায় নোঙর করবে পন্যবাহী নৌ-যান।

সূত্রের কথায়, নদীপথে প্রথমবার পণ্য পরিবহণ হচ্ছে। ফলে, বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড কেয়ার সেন্টার চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। আমবাসা পিআরটিআই হল টিকে দ্বিতীয় কোভিড কেয়ার সেন্টার বানানো হয়। প্রথমে পিআরটিআই কোয়ারেনন্টাইন সেন্টার ছিলো কিন্তু রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এটি কোভিড কেয়ার সেন্টার করা হয়।

এই পিআরটিআই হলের একটি ব্লকে দুটি ভাগ করে চিকিৎসক এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্মীদের রাখা হয়। সূত্রের খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে জলাশয়ে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল এনডিআরএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ আগস্ট।। পানীয় জল পরিশোধন প্রকল্পের জলাশয়ে স্নান করতে নেমে জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে সলিল সমাধি এক যুবক। যুবকের নাম সঞ্জিত সীনহা (২৭)।বাড়ি ধর্মনগরের মান্ডপ পাড়া এলাকায়। জলের গভীরতা বেশি থাকাতে দমকল কর্মীরা ব্যর্থ হওয়াতে আনা হলো এনডিআরএফ কর্মীকে। অবশেষে ১৫ ঘন্টা পর এন্ডিআরঅফ কর্মীরা জলাশয়ের জল থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।ঘটনা চুরাইবাড়ির শনিছড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার ধর্মনগরের মান্ডব পাড়ার ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জিত সিনহা (২৭) পিতা চৈরাং সিনহা গতকাল ৬ বন্ধু মিলে চুড়াইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জলাশয়ে স্নান করতে আসেন।ওই ছয় বন্ধুর মধ্যে দুজন সাঁতার না জানাতে তারা জলাশয়ে নামেনি। সঞ্জিত সহ ৪ বন্ধু জলাশয়ে নেমে স্নান করে। তখন সময় প্রায় দুপুর দুটো বাজে বাজে। স্নান শেষে জলাশয় থেকে দুই বন্ধু উঠে যায়। কিন্তু সঞ্জিত সিনহা ও মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জলাশয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করে। উক্ত জলাশয়ে নেমে সাঁতার কেটে জলাশয়ে থাকা একটি ছোট বোটকে আনতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে এই নৌযানেই সোনামুড়ায় নিয়ে আসা হবে পণ্য।

ফটিকরায়ে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ফটিকরায় থানা এলাকার ফটিকছড়ি এডিসি ভিলেজ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম সুখময় দেববর্মা। ফটিকছড়ি এজিসিএস থেকে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকজন মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি আত্মহত্যা না হত্যাকাণ্ড নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গজারিয়া ও শান্তিরবাজারে পথ দুর্ঘটনায় অটো চালকসহ হত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/শান্তিরবাজার, ৩০ আগস্ট।। রাবার সিট নিয়ে যাওয়ার সময় অটো গাড়ি উল্টে ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে মিঠন দেবনাথ (২৭) নামে একটি যুবকের। মৃত যুবকের বাড়ি মেলাঘর থানাধীন বাগমারা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সাত সকালে মেলাঘর বাগমারা এলাকার রাবার মালিক শিবু সরকারের কেনা বিশালগড় গজারিয়া এলাকার গৌতম দাসের বাড়িতে রাবার সিট নেওয়ার জন্য নিজের অটো গাড়ি নিয়ে আসে মিঠন দেবনাথ।

গজারিয়া এলাকার গৌতম দাসের বাড়ি থেকে প্রায় তিনশো আশি কেজি রাবার সিট নিয়ে গাড়িটিকে সম্পুর্ন ভর্তী করে নেয় এবং প্রত্যেক সময়ের মতো গৌতম দাস তার বাড়ি থেকে মাল ভর্তী গাড়িটি ধাক্কা মারে বাড়ি থেকে রাস্তায় উঠিয়ে দেয় কিন্তু আজ মিঠন দেবনাথ সেই সুযোগটা গৌতম দাসকে না দিয়ে একাই অটো গাড়িটি চালিয়ে তুলতে গেলে রাবার সিটের ওভার লোড থাকায় গাড়িটির সামনের চাকা উপরে উঠলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বড় আকৃতির তোলা গাছের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু প্রান বাঁচাতে চালক মিঠন দেবনাথ গাড়ি থেকে লাফ দিলে সেই গাড়ির নিচে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা চিৎকার চেচামেচি করে ঘটনাস্থলে এসে অটো গাড়িটিকে সকলে মিলে উপরের দিকে তুলে অটোর নিচ থেকে চালক মিঠন দেবনাথকে সরিয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে মিঠন দেবনাথ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যায়। কারণ অটোর নিচ থেকে সরিয়ে আনলে স্থানীয়রা দেখতে পায় তার মাথা পুরোপুরি ভাবে থেথলে মাথার বেশ কিছু অংশ বেড়িয়ে এসে পড়েছে। তখন স্থানীয়রা বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায় মিঠন দেবনাথ মৃত। কাবণ তার মাথার মজক অন্য জায়গায় পড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবির কিছু বিভাগ স্থানান্তর করা হল ক্যান্সার হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। জিবি হাসপাতালকে কোভিদ হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।এই উদ্যোগকে সফল করার লক্ষে জিবি হাসপাতাল থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পার্শবর্তী ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তর করা।জিবি হাসপাতালে ওই সব বিভাগে ভর্তি থাকা রোগীদের ক্যান্সার হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনের স্থানান্তর করা হয়েছে।

রবিবার সকাল থেকেই জিবি হাসপাতাল এর যাবতীয় চিকিৎসা পরিষেবা ক্যান্সার হাসপাতালের নবনির্মিত ভবন থেকে প্রদান শুরু করা হয়েছে।জিপি হাসপাতালকে যাতে সম্পূর্ণভাবে কোভিদ হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।জিবি হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন বিভাগ ক্যান্সার হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনের স্থানান্তরের ফলে রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যেও খুশির হাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।কেননা সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে রোগীরা করোনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে অনেকটাই বেঁচে যাবেন।

বিজেপির কার্যকারিনী বৈঠকে নেতৃত্ব নির্মান ও জন সংযোগের উপর গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বিজেপির কার্যকারিনী বৈঠকে নেতৃত্ব নির্মান ও জন সংযোগের উপর গুরত্বারোপ করেছেন নেতৃত্বরা।তাছাড়া দেশের ও রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ের ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর সভাগৃহে আজ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার পৌরহিত্যে করোনা মহামারীর পরিস্থিতিতে সেমি ভার্চায়েল প্রক্রিয়ায় রাজ্য কার্য্যাকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে প্রদেশ পদাধিকারীরা, জেলা সভাপতিরা, প্রদেশ মোর্চার সভাপতিরা সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল সদস্য সদস্যারা এবং

সাংসদদ্বয় সরাসরি অংশ গ্রহন করেন। অন্যান্যরা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ গ্রহন করেন। এছাড়া ভার্চায়েলের মাধ্যমে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুন সিং ও রাম মাধব এবং সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বিজয় রাহাতকর অংশ গ্রহন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিজেপি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মহামন্ত্রী অজয় জানুয়াল এবং ত্রিপুরা সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী ফনিন্দ্র নাথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের বিজয় কুমার চৌমুহনীতে একটি দোকানে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা যায় দোকানের টিনের ছাউনি কেটে চোরেরা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে যায়। রাতে অবশ্য কেউ চোরের ঘটনা টের পাননি।

রবিবার সকালে দোকানের মালিক দোকান খুলতে গিয়ে লক্ষ্য করেন দোকান ঘরের ভিতরে জিনিসপত্র সব লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। তখনই তিনি লক্ষ্য করেন ওপরের দিকে টিনের ছাউনি কেটে চুরেরা ভিতরে প্রবেশ করেছে।

দোকান থেকে কিছু টাকা-পয়সা সিগারেট সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। এব্যাপারে দোকানের মালিক থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩১৭ ◘ ৩১ আগস্ট
২০২০ইং ◘ ১৪ ভাদ্র ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শিশুর প্রথম শিক্ষক

শিশু মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম মা বলিতে শিখে। মা হইলেন প্রতিটি শিশুর প্রথম শিক্ষক। মায়ের মুখ হইতে শিশু প্রথম বর্ণপরিচয় সহ নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই চিরন্তন সত্য কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মা-মাটি-মানুষ কথাটি সমার্থক বলা যাইতে পারে। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে বলিয়াই শিশু বড় হইয়া ওঠে। আজ যে শিশু মা বলিতে শিখে একদিন দেশ শাসন পরিবার যোগ্যতা অর্জন করিবে তা বলাই বাহুল্য। সবকিছু বিচার বিবেচনা করিলে মার বিকল্প কিছুই নাই। মা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। মায়ের ঋণ কোনদিন সন্তান পরিশোধ করিতে পারে না। অমূল্য সম্পদকে আঁকড়ে ধরিয়াই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন সার্থক হইবার বিষয়টি বহুলাংশেই সন্তানের উপরে নির্ভর করে।সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত আছে, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। অর্থাৎ যাহারা শ্রদ্ধা করিতে জানে তাহারাই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইল শিক্ষা। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও।বর্তমান প্রতিযোগিতার দৌড়ে শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করাই সবচেয়ে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে গোড়াতেই শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া প্রাক প্রাথমিক স্তর হইতে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মায়ের কাছ হইতে প্রথম শিক্ষা লাভ করিবার পর শিশু যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ধীরে ধীরে প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়া থাকে শিক্ষার্থী।বর্তমান প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য অভিভাবকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।গত মার্চ মাসের শেষের দিক হইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বন্ধ হইয়া পরিবার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাব্যবস্থা রীতিমতো পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে শিশু হইতে উচ্চ শিক্ষায় পাঠরতরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা পুনরায় কবে নাগাদ গতি ফিরিয়া পাইবে সেই প্রশ্ন জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ রাখিবার নির্দেশ জারি করিয়াছে।

আমাদের রাজ্যে শিক্ষা দপ্তর নেইবারহুড পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি যেভাবে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির রূপ নিতে শুরু করিয়াছে তাহাতে নেইবারহুড শিক্ষাব্যবস্থাও বন্ধ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছে। স্মরণাতীতকালে শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধরনের বিপর্যয় নামিয়া আসার কোন তথ্য নাই। পরিস্থিতি দিনের-পর-দিন আরো অবনতি ঘটিবার যথেষ্ট আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়া দেশের সরকার যেমন দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে ,ঠিক তেমনি রাজ্য সরকারও দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে। এই ভয়াল সংকট মোকাবিলা করিবার জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা তো বটেই, যাদের সমপরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই সেই সব অভিভাবকদেরকে সন্তানদের সম্পর্কে যত্নবান হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সন্তানকে নিয়মানুবর্তিতা মানিয়া বাড়িঘরে পড়ার টেবিলে বসাইবার দায়িত্ব নিতে হইবে অভিভাবকদের।শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাস এর ওপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে ছাত্রসমাজের চরম সর্বনাশ হইয়া যাইবে। অনলাইন ক্লাস এর সারমর্ম গ্রহণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম অনুষ্ঠানে সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ছাত্ররা কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলে বিষয়টি স্কুল কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নজরে আনিয়া আশু সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গুত্বের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এই ধরনর সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে চরম সর্বনাশ ঘটিবে। শুধুমাত্র সরকার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করিলেই এই সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এর জন্য প্রয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক প্রয়াস।

খানাখন্দে ভরে মারন ফাঁদে পরিণত বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : বেহাল দশা বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে রাস্তা। কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে। কিন্তু গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে পিচ উঠে কঙ্কালসার অবস্থা হয়েছে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেস ওয়ের। পিচ উঠে খানাখন্দে বেহাল দশা রাস্তার। ফলের রাস্তার ধার ঘেঁষে যাচ্ছে পণ্যবাহী গাড়ি সহ সমস্ত গাড়ি। কলকাতা বিমানবন্দরের সঙ্গে বালি যুক্ত হয়েছে এই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে। কিন্তু যাত্রীদের তরফে অভিযোগ, আগে থেকেই রাস্তা খারাপ ছিল। তার জেরে খারাপ রাস্তায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। বৃষ্টির জেরে খানাখন্দে ভরে রাস্তার হাল বেহাল। ফলে যেকোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়োসড়ো কোনও দুর্ঘটনা। রাস্তায় অবস্থা খারাপ থাকায় গাড়ির গতি শ্লথ। দক্ষিণেশ্বর থেকে বিমানবন্দর আসতে যা ২০ মিনিট সময় লাগে আসতে সময় লাগছে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময়। চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীদের। অন্যদিকে,জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্ষার মধ্যে স্থায়ী মেরামত সম্ভব নয়।

পরীক্ষার দিন ঠিক করতে সোমবার উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ৩০আগস্ট (হি. স.) : হাতে এক সপ্তাহ সময়। এর মধ্যেই দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে জানাতে হবে কবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেওয়া যায়। তাই সেই নির্দেশ মতো এমার মাঠে নেমে পড়তে চলেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পুজোর আগে কবে পরীক্ষা নেওয়া যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে মূলত সেই দিনক্ষণ ঠিক করতেই বৈঠক হবে। শুক্রবার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন সেপ্টেম্বরে না হলেও পুজোর আগেই পরীক্ষা নিতে হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে। সেইমতো এক সপ্তাহের মধ্যে কবে পরীক্ষা নেওয়া যায় সে বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কে। অনলাইন বা অফলাইনে পরীক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আইনে পরীক্ষা হলে সে ক্ষেত্রে যাকে পরীক্ষার্থীদের বাড়ির কাছাকাছি সেন্টার পরে সেই বিষয়টি কেউ নজর দিতে বলা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীকে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ পাওয়ামাত্রই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। এদিন থেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। যদিও এই করোনা আবহে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। তবে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা পদ্ধতির বদল হবে বলেই জানা যাচ্ছে। অনলাইন বা অফলাইন দুই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, অফলাইন বা অনলাইন পরীক্ষার বিষয়টি নির্দেশিকাতেই উল্লেখ করেছিল ইউজিসি। অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূল প্রভাবিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা ইউজিসির এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল। সংগঠনের তরফে অধ্যাপক কৃষ্ণকলি বসু জানিয়েছেন, 'রাজ্য সরকার চাইলে আমরা পরীক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ দেব। বিদেশে করোনা পরিস্থিতিতে 'ওপেন বুক এক্সাম' নেওয়া হচ্ছে। ইউজিসি'র কাছে আমাদের রাজ্য একই প্রস্তাব পাঠাতে পারে।

বাইরে পাঁচিল দিয়ে কি ভেতরের ক্ষয় আটকানো যায়

সুজন কুমার দাস

'বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয় তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই একগোষ্ঠীভুক্ত। এই কথাগুলি স্বয়ং রবি ঠাকুরের। প্রচলিত প্রাণহীন, বদ্ধ, পরিবেশ ও সমাজ বিচ্যুত মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বকবি কখনও টান অনুভব করেননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক শিক্ষার পরিবেশ, যেখানে শিক্ষার্থীরা মুক্ত পরিবেশে, মুক্ত মনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশ ঘটাবে। তারা সমজাও পরিবেশের সাথে একাত্ম হতে পারবে। সেই ভাবনার ফসল হল শান্তিনিকেতন। কবিগুরুর নিজের হাতে একটু একটু করে গড়ে ওঠে এই আশ্রম। ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর (৮ পৌষ) কবিগুরু নিজেরহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নাম দেন বিশ্বভারতী। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। সেই অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে কবিগুরু প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তবু উদ্যম হারাননি। যে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার তিনি প্রসার চেয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। কবিগুরুর মৃত্যুর পর তাঁর স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরু দায়িত্ব তুলে নেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। তিনি হয়ত বুঝেছিলেন সরকারি আর্থিক সহায়তা ছাড়া এই বিপুল কর্মকাণ্ড অনন্তকাল চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায় ১৯৫১ সালে। এবং তিনিই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে কাজ শুরু করেন। আর সর্বনাশের শুরুও তখন থেকেই। সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শুরু হল আমলাতন্ত্রের অনুপ্রবেশ আর পাওয়ার পলিটিক্স। কবিপুত্র এই নবোদ্ভুত সংকীর্ণ পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে ১৯৫৩ সালে বিদ্যায় নিলেন উপাচার্যের পদ

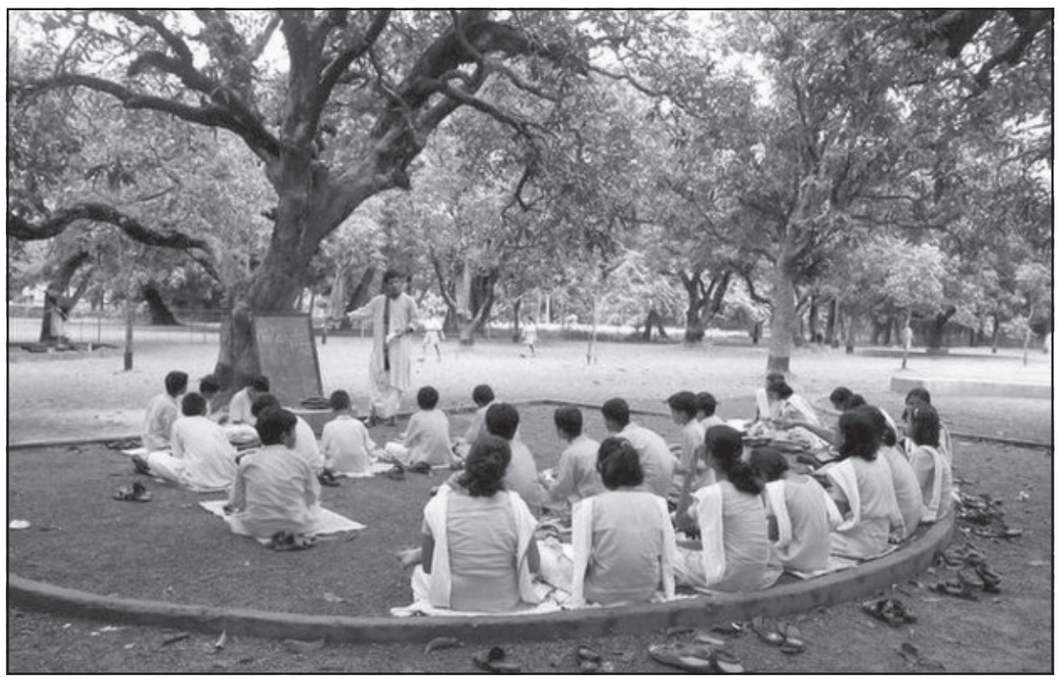

থেকে। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত কবিগুরুর জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে রথীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ পর্যন্ত পাননি। বিশ্বভারতী দিন দিন রারীন্দ্রিক শিক্ষা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রমশ প্রচলিত চার দেওয়ালের ভিতরের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। হ্যাঁ, এখনও স্কুল স্তরের ক্লাস গাছে তলায় হয়, কিন্তু সেটা নিতান্তই মুখরক্ষার তাগিদে। বহিরঙ্গ মাত্র, এবং কিছুটা বিজ্ঞাপন। ওটুকুও না থাকলে যে রাবীন্দ্রিক ভাবনার অস্তিত্ব থাকে না। একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় যা যা সমস্যা ও দুর্নীতি থাকে তা থেকে বিশ্বভারতীও মুক্ত থাকতে পারেনি। তবু কোথাও যেন একটু আলাদা স্বাতন্ত্র ছিল সেখানে। প্রথম দিকে যাঁরা উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা শুধু নিছক প্রশাসক ছিলেন না, রবীন্দ্র অনুরাগী ও হয়ত কিছুটা ছিলেন। তাই বিচ্যুতির হার ছিল ধীরে। কিন্তু পরবর্তীতে যাঁরা উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা শুধুমাত্র প্রশাসক। আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই তথাকথিত মার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে রবীন্দ্র আদর্শ ক্রমশ দ্রুত হারে বিচ্যুত হয়েছে। আজ বিশ্বভারতীতে পৌষমেলার মাঠ প্রাচীর দিয়ে ঘেরাকে কেন্দ্র করে এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু যে শান্তিনিকেতনকে কবিগুরু মুক্তাঙ্গন হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেইখানে বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীর দেওয়ার কাজ বহু বৎসর আগেই শুরু হয়েছে। এই প্রাচীর আশ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা কোনওদিনই পছন্দ করেনি। রবীন্দ্রভাবনার পরিপন্থী এই প্রাচীর। শান্তিনিকেতন হবে আবরিত দ্বার। সেখানে কোনও লক্ষণরেখা থাকবে না। শিক্ষালাভের পাশাপাশি সমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ করবে তারা । তেমনি বাইরের সমাজও বিশ্বভারতীকে ভাববে এ যেন তাদেরই একটুকরো দেহাংশ। কিন্তু বাস্তবে কবিগুরুর সেই স্বপ্ন সাকার হয়নি। বিশ্বভারতী না পেরেছে নিজেকে রাবীন্দ্রিক আদর্শে গড়ে তুলতে না পেরেছে স্থানীয় সাধারণ মানুষদের রাবীন্দ্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত করতে। কাজেই বিশ্বভারতী প্রাচীর তুলে অপসংস্কৃতির ঢেউ আটকানোর অছিলায় ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। আদর্শের ক্ষয় কি প্রাচীর তুলে আটকানো যায়? কিন্তু বিশ্বভারতীতো হাজার সমালোচনার মধ্যেও কবিগুরুর আদর্শ কিছুটা হলেও টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে আমি বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলাম। তখনও পর্যন্ত শান্তিনিকেতন অনেকটাই খোলামেলা ছিল। কংক্রিটের জঙ্গল অতটা মাথাচাড়া দেয়নি। প্রাণ ভরে শ্বাস নেওয়া যেত। শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। যে কোনও শিক্ষক শিক্ষিকার বাড়িতে আমাদেরছিল অরারিত দ্বার। পড়া বুঝতে বাড়িতে গেলেও বিরক্ত না হয়ে স্নেহভরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমি তখন সবে বিশ্বভারতীতে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। একদিন বিকেলবেলা সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে পড়াশোনা করে ফিরছি হোস্টেলে। রাস্তায় উল্টোদিক থেকে একজন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে একাই হেঁটে আসছেন। উনি কাছাকাছি আসতেই আমাকে খুব সস্নেহে বললেন, 'কি পড়াশোনা ঠিকটাক হচ্ছে তো?' আমি উনাকে চিনতাম না। পরে জেনেছিলাম উনি হলেন তৎকালীন উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্য। খুব কম উপাচার্যই পারেন এরূপ মাটির কাছাকাঠি নেমে আসতে। সমস্যাটা এখানেই। পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী উপাচার্যের চেয়ারে শুধু প্রশাসক পেয়েছে, আশ্রমগুরু পায়নি। দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে দামি গাড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে গরিমা প্রকাশ বিশ্বভারতীর মূল আদর্শের পরিপন্থী। তাঁরা আশ্রমিক চিন্তাধারায় পরিচালনা না করে কর্পোরেট স্টাইলে পরিচালনা করেন। সেই স্টাইল চুঁইয়ে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কে ঢুকেছে। ফলে ফাটল সব জায়গাতেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হয়েছে। আর প্রশাসকরা নিজের স্বার্থেই রাজনৈতিক পাঁকে জড়িয়ে রাবীন্দ্রিক আদর্শের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করেন এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন। রাজনীতিকে অপ্রাসঙ্গি করার মত আদর্শভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শে নিজেকে ও বাইরের সমাজকে সম্পৃক্ত করতে পারলে সাধারণ মানুষই বুক দিয়ে আগলে রাখত শান্তিনিকেতন। প্রাচীর তোলার প্রয়োজন পড়ত না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিরকাল প্রিয় বন্ধু শিনজো আবেকে মনে রাখবে ভারত

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে সর্বদা ভারতের সেরা বন্ধু এবং হিতৈষী হিসাবে স্মরণ করা হবে। অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে দুই দেশ একসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছিল।ভারতের মাটিতে জাপানের বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়ছিল। নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিনজো আবে নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিগত পর্যায় উদ্যোগী হওয়ার কারণে ভারত-জাপানের সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও গভীর ও শক্তিশালী হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী মোদীও তার বন্ধুর স্বাস্থ্যের খবর শুনে চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রিয় বন্ধু শিনজো আবের স্বাস্থ্যের কথা শুনে তিনি দুঃখিত। মোদী জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবে যখন বারাণসীতে আরতি করেছিলেন

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে কয়েক বছর আগে শিনজো আবে ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে বারাণসীতে গিয়েছিলেন। দুজনই দশাশ্বেমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতিতে অংশ নিয়েছিলেন। গঙ্গা কেবল একটি নদী নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির বাহকও। এই প্রসঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কাশিতে গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠান করা ভারতের মৌলিক ও ব্যাপক চিন্তার প্রতিচ্ছবি ছিল। এই কূটনৈতিক বৈঠক দুটি দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়কে গতিবেগ দেয়। গঙ্গার মতই আকারে আরও একটি বৃহত্তর মাত্রা যুক্ত করে উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করার জন্য এটি একটি নিরলস উদ্যোগ ছিল। গঙ্গা আরতি শুধু পুজো নয়।মোদী-আবে গঙ্গা আরতিতে অংশ নিয়ে গোটা বিশ্বে হারিয়ে যাওয়া এবং তিরস্কৃত হওয়া ভারতীয় রাষ্ট্রবাদকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। গঙ্গা আরতির সময় শিনজোর মুখের ভাবগুলি দেখার মতো ছিল। তিনি পুরো একাগ্রতার সাথে আরতি দেখেছিলেন। এমন ধরনের প্রয়োগ আগামী দিনেও করতে হবে।

ভগবান গৌতম বুদ্ধের জন্য ভারতের প্রতি সংবেদনশীলতা অনুভব করে জাপান। বারাণসীর নিকটবর্তী শহর সারনাথ বৌদ্ধ সংস্কৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বুদ্ধগয়ার জ্ঞান অর্জনের পরে, গৌতম বুদ্ধের প্রথম আধ্যাত্মিক ভাষণ বারাণসীর সারনাথে দিয়েছিলেন।

বুলেট ট্রেন উপহার

শিনজো আবের উদ্যোগ ভারতে বুলেট ট্রেন চালানোর পথ সুগম হয়েছিল। আমরা যদি বুলেট ট্রেন সংক্রান্ত চুক্তির কথা বলি, তবে এটি ভারত-জাপানের সম্পর্কের শিখর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বুলেট ট্রেন প্রকল্প ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাইলফলক হিসাবে মনে রাখা হবে। এখানেই শিনজো আবের অবদান অনস্বীকার্য। জাপান সাধারণত বুলেট ট্রেনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে যে দরে ঋণ দেয়। তার থেকে অনেক কম সুদের হারের বিনিময় ভারতকে মুম্বই - আহমেদাবাদ বুলেট প্রকল্পের জন্য ঋণ দিয়েছে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ২৫ বছরের পরিবর্তে ৫০ বছর রাখা হয়। অর্থাৎ চুক্তিটি প্রতিটি উপায়েই ভারতের পক্ষে ছিল। শিনজো বিশ্বের সেই নেতাদের মধ্যে ছিলেন যারা ভারতকে বৈশ্বিক সমৃদ্ধির পথে বিশ্বব্যাপী শক্তি হিসাবে দেখেছিলেন। মোদী জির নেতৃত্বে বিজেপি যখন দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফিরেছিল তখন শিনজো আবে মোদী জির প্রতি তার অভিনন্দন বার্তায় বলেছিলেন, "জাপানের ইচ্ছা আমাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ভারতের সবথেকে বিশ্বস্ত অংশীদারি হয়ে কাজ করা।" এর থেকে আরও সুস্পষ্ট কূটনৈতিক বিবৃতি আর কিছু হতে পারে না।

ভারতের মাটিতে বেড়েছে জাপানি বিনিয়োগ

মোদী এবং শিনজোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ভারতে ক্রমবর্ধমান জাপানি বিনিয়োগ দেখার জন্য দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং নয়ডায় যাওয়াই যথেষ্ট। এই শহরগুলিতে প্রায় পাঁচ হাজার জাপানি নাগরিক বাস করেন। ভারতে বসবাসরত জাপানি নাগরিকরা ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়ে খুব আশাবাদী। জাপানিরা হোন্ডা সিল গাড়ি, হোন্ডা মোটরসাইকেল, মারুতি, ফুজি ফটো ফিল্মস, ডেনসো সেল লিমিটেড, ডাইকিন শ্রীরাম এয়ারকন্ডিশনিং,ডেনসো ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রায় দুই ডজন জাপানী সংস্থার ভারতের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত অফিস এবং কারখানায় কাজ করে। তারা বহু প্রজন্ম ধরে ভগবান বুদ্ধের উপাসনা করে আসছে। তারা ভারতভূমিকে শ্রদ্ধার নজরে দেখে। তারা বিশ্বাস করে যে ভগবান বৌদ্ধের জীবন সমাজ থেকে অবিচার অপসারণের জন্য নিবেদিত ছিল। তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাবই তাকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল। এই জাপানিদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিও রয়েছে।তারা ভারতীয়দের মতোই সাংস্কৃতিক। তারা যৌথ পরিবারের প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়। যদি কিছু জাপানি একে অপরের কাছাকাছি বাস করে, তবে তারা একসঙ্গে গাড়ি চালিয়ে অফিসে যেতে পছন্দ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনের পরে, যখন দেশের প্রতিটি প্রান্তের জনসাধারণ জনতা কারফিউয়ের দিন হাততালি দিচ্ছিল, তখন এখানে বসবাসকারী জাপানিরাও তাদের সমর্থন জানিয়েছিল। দেশবাসী যখন করোনার ভাইরাসের বিরুদ্ধে ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়রদের সংহতির বার্তা দেওয়ার জন্য ঘরের লাইট বন্ধ করে একটি মোবাইল ফোনের টর্চের আলো, একটি প্রদীপ, মোমবাতি, টর্চলাইট বা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়েছিল, তখন এখানকার জাপানিরাও তাদের সমর্থন করেছিলেন। এখন যদিও শিনজো পদত্যাগ করছেন, তিনি ভারত-জাপান সম্পর্ককে একটি শক্ত ভিত্তি দিয়েছেন। ভারতের পর্যটন খাতের সাথে যুক্ত লোকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে জাপান থেকে আরও বেশি সংখ্যক বৌদ্ধ-সার্কিট পর্যটকে ভারতের টানতে হবে। জাপানের কয়েক লক্ষ পর্যটক শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের মতো দেশের বুদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন।আমাদের এই পর্যটকদের একটি বিরাট অংশ বোধগয়া-রাজগীর-সারনাথ-বারাণসীতেও আনতে হবে। এখানেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান, বৌদ্ধ অনুসারীদের একটি আকর্ষণ আছে।বোধগয়া-রাজগীর-নালন্দা সার্কিটকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদি আমরা এটিকে একটি দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক সার্কিট করতে পারি, তবে শিনজো আবের কঠোর পরিশ্রমকে সফল বলে বিবেচনা করা হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সেবাদল পশ্চিম থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

'বিটিআর-চুক্তি, কথা রাখেনি সরকার' 'ডিভাইড অসম ফিফটি-ফিফটি'র দাবিতে ফের আন্দোলনের হুমকি

কোকরাঝাড় (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : পৃথক বড়োল্যান্ডের দাবিতে ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে বিটিসি-র আবহাওয়া। বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর পরিচয় হবে বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)। এমনই এক ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

রবিবার কোকরাঝাড়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিটিআর-চুক্তির দুই মধ্যস্থতাকারী যথাক্রমে পৃথ্বীরাজ নারায়ণদেব মেচ এবং থুলুংগা বসুমতারি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বড়ো টেরিটরিয়াল রিজিওন চুক্তির নামে প্রবঞ্চনা করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাই সরকার শীঘ্রই চুক্তিটি কার্যকর না করলে তাঁরা আবার পৃথক বড়োল্যান্ডের দাবিতে গোটা অসম উত্তাল করে দেবেন বলে হুঙ্কার দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, গত ২৭ জানুয়ারি বিটিআর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এই চুক্তির আসল রহস্য প্রকাশ পাচ্ছে।পৃথীরাজ বলেন, 'চুক্তির ৩ নম্বর দফা অনুযায়ী বড়ো অধ্যুষিত গ্রাম বা জনজাতিভুক্ত গ্রামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ ছিল। এ জন্য প্রয়োজনীয় কমিশন গঠন গত সাত মাসেও হয়নি। এর পেছনে রহস্য রয়েছে' বলে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন বক্তা। এছাড়া যে সব উগ্রপন্থী সংগঠনের ক্যাডার মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তাদেরও কোনও ধরনের কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি ভাতা প্রভৃতিও, অভিযোগ করেছেন পৃথ্বীরাজ নারায়ণদেব মেচ।

এছাড়া, দুই মধ্যস্থতাকারীর হুংকার, যদি এভাবে সরকার আমাদের অবহেলা করে তা হলে পুনরায় 'ডিভাইড অসম ফিফটি-ফিফটি' আওয়াজ তুলতে বাধ্য হব আমরা। 'নো বড়োল্যান্ড, নো রেস্ট' দাবি তোলা হবে আবার। এই দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলা হবে। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেন, 'এনডিএফবি ক্যাডারদের বিরুদ্ধে সবধরনের মামলা প্রত্যাহার করে ভাতা প্রদান করুক সরকার।' এছাড়া দুই মধ্যস্থতাকারী জানান, এ ব্যাপারে সরকার এখনও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় নর্থ-ইস্ট হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের পক্ষে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দাখিল করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি সহ (এনডিএফবি-আর)-এর সভাপতি রঞ্জন দৈমারি, এনডিএফবি (প্রগ্রেসিভ)-র গোবিন্দ বসুমতারি, লরেন্স ইসলারি, এনডিএফবি (ধীরেন)-এর ধীরেন বড়ো, এনডিএফবি (সং)-এর সচিব বি সাওরাইগৌরা, নিখিল বড়ো ছাত্র ইউনিয়ন (এবসু) সভাপতি প্রমোদ বড়ো-সহ আরও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নেতারা।

করিমগঞ্জের সীমান্তে গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাতাহাতি গরুচোরদের, উদ্ধার পাঁচটি গাভী

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও গরু পাচারকারীদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসনের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তায় সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত ভারতীয়দের নাভিশ্বাস চরমে উঠেছে। প্রতিরাতেই সীমান্ত এলাকায় গরু পাচারকারীদের তাণ্ডবে গৃহস্থদের হালের গরু ও গাভী ওপারে পাচার হচ্ছে। গত মাসখানেকের মধ্যে নিলামবাজার থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী ব্রাহ্মণশাসন, কান্দিগ্রাম, শ্রীদুর্গাপুর, কাবল, দলগ্রাম, লাঠিরঘাট, বারোপুঞ্জি সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গরু পাচারকারীদের দাপট চরম সীমায় পৌঁছেছে। শনিবার রাতে ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের জনৈক পলাশ দাসের পাঁচটি গরু চুরি হয়েছে। আজ রবিবার সকালবেলা পলাশবাবু দেখতে পান তাঁর গোয়াল ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে কোনও গরু নেই। তখন আর গৃহস্থের বুঝতে বাকি রইল না যে গরুগুলি চুরি হয়ে গেছে।

এদিকে পলাশবাবুর পাঁচটি গরু চুরি হওয়ার খবর চাউর হতেই পার্শবর্তী বাঁশবাড়ি গ্রাম থেকে খবর আসে, শনিবার রাতে চোরের দল গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বাঁশবাড়ির ফজলুর, ফখর সহ কয়েকজনের নজরে পড়ে। গরুগুলি কোথা থেকে এনেছ এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, চোরের দলকে এই সব প্রশ্ন করার পর, তারা ফজলুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফজলুরও অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চোরের দলের সঙ্গে লাঠি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। লড়াই করতে করতে তিনি চিৎকার চেঁচামেচিও করতে থাকেন। তাঁর চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হতে থাকেন। উপায়ন্তর না দেখে চোরের দল গরুগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়। চোরের দলের সঙ্গে লড়াইয়ে অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন ফজলুর। তবে চোরের দলের কয়েকজনকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন।

চোরের দলের হাত থেকে গরুগুলো উদ্ধার করে নিজের জিম্মায় রেখে দেন তিনি। এই খবর গৃহস্থ পলাশ দাসের কানে পৌঁছলে তিনি বাঁশবাড়িতে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে গরুগুলো তাঁর বলে শনাক্ত করেন পলাশ।

রবিবার সকালে স্থানীয় জনগণ এবং বিজেপির সরিষা-মহিশাসন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল দাসের কাছ থেকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ব্রাহ্মণশাসন এলাকায় ছুটে যান উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, বিজেপির সরিষা-মহিষাসন মণ্ডলের সভানেত্রী শান্তা চৌধুরী। একই সময়ে সেখানে দলবল নিয়ে হাজির হন নিলামবাজার থানার ওসি মনোরঞ্জন সিনহাও।

ওসিকে সামনে পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ ঝাড়েন মিশন দাস। তিনি সীমান্ত এলাকায় অহরহ গরু চুরির ঘটনা নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণেই সীমান্ত এলাকার নিরীহ গৃহস্থদের হালের গরু দুধের গাভী প্রতিনিয়ত চুরি হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও পুলিশের কোনও তৎপরতা না দেখে হতবাক প্রাক্তন বিধায়ক মিশন। এমন-কি এ সব অভিযোগ নিয়ে নিলামবাজার পুলিশের দ্বারস্থ হলে, সাধারণ গৃহস্থদের অভিযোগকে নিলামবাজার থানার ওসি মনোরঞ্জন সিনহা কোনও গুরুত্বই দেন না বলেও মিশন রঞ্জন দাস ওসির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ঝাড়েন।

সীমান্ত এলাকায় প্রতিরাতে পুলিশি টহলদারির ব্যবস্থা করতে ওসি মনোরঞ্জন সিনহাকে কড়া নির্দেশ দেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস।

অন্যদিকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মিশন বাবু। সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে গরু পাচারকারীরা কী ভাবে তাঁদের অপরাধজনিত কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে? এ নিয়ে বিএসএফেরও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস। এ ব্যাপারে বিএসএফের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শীঘ্রই আলোচনা করবেন বলে জানান মিশন বাবু। এদিকে বাঁশবাড়ি গ্রামের ফজলুর ও ফখরের সাহসিকতার প্রশংসা করার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন।

প্রকৃতি আমাদের পালনকর্তা, তাকে রক্ষা করা জরুরি : মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): সৃষ্টি এবং মনুষ্য জাতির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে সেই জন্য প্রকৃতির সংরক্ষণ করাটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভাগবত। রবিবার প্রকৃতি বন্ধন কার্যক্রমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, পরিবেশ দিবস কোন মনোরঞ্জন করার মতন কার্যক্রম নয়।এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবজাতির জীবনযাপনকে আরো উন্নততর করা।মানুষ নিজেই প্রকৃতির একটি অন্যতম উপাদান।প্রকৃতির ওপর জয় নয়।কারণ প্রকৃতি আমাদের পালনকর্তা। সৃষ্টি এবং মানব জাতি যখন সুরক্ষিত হবে তখনই জীবন সুন্দরময় হয়ে উঠবে।একদিনের এই উপদেশ বছরভর নিজের কার্যক্রমের মধ্যে করে দেখাতে হবে।আর তখনই মানবজাতির জীবন সুখ এবং সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে।বিগত তিন থেকে সাড়ে তিনশ বছরের মধ্যে সংস্কৃতির যে বিচ্যুতি ঘটেছে, তা আগামী আড়াইশো বছরের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সংঘের ৩০ আগস্ট পরিবেশ দিবস উদযাপন মূল লক্ষ্য হচ্ছে এটা। শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন স্বাভাবিক ক্রিয়া করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর সচল থাকে। নিষ্প্রাণ শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। শক্তির ওপর নির্ভরশীল শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ঠিক একইভাবে সৃষ্টিতে সবকিছু একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল।মনুষ্য জাতি সৃষ্টির অংশ।তাই সৃষ্টির দেখভাল করাটা আমাদের কর্তব্য। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই প্রকৃতির থেকে নেওয়া উচিত। এর বেশি নিলে তার শোষণের পর্যায়ে পড়ে যায়।আমাদের পূর্বপুরুষ এই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছে।পরম্পরাগত ভাবে ভারতে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে বিকেল হলে গাছের সামনে যেতে নেই।বলা হয় সেই সময় গাছ ঘুমিয়ে থাকে।প্রতিটা ভারতীয় এই ধারণা সম্পর্কে অবগত।

ভারতীয় দর্শনে গাছের মধ্যে জীবনকে খুঁজে পাওয়া হয়েছে। আর জীবন সৃষ্টির অংশ। আমাদের সভ্যতায় পিঁপড়ে থেকে শুরু করে গরু কুকুর প্রত্যেককের মুখে খবর তুলে দেওয়ার পারিবারিক রীতি রয়েছে। কোন

করোনা : ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা

শিলচর (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : অসমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে কোভিড-১৯। এমতাবস্থায় আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যের স্কুল-কলেজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হস্তক্ষেপ চাইলেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। প্রসঙ্গত, প্রতিদিন অসমের প্রতিটি জেলায় কল্পনাতীতভাবে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে। এ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ১ হাজার ৩৬৭ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৮৬ জনের প্রাণহাণি ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে অতিমারি করোনা ভাইরাসের আক্রমণ গোটা দেশ তো বটেই, সমগ্র অসমে ভয়ঙ্কর থাবা বসিয়েছে।

এই যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল কলেজ খোলার জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছেন। কঠিন এই পরিস্থিতিতে বারবার স্কুল কলেজ খোলার বিষয়ে ঘোষণা করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নানাভাবে শাসানি দিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত রছেন। কিন্তু কোনও অভিভাবক বা ছাত্রছাত্রী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা অতিমারির বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজে যেতে রাজি হচ্ছেন না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদীপ দত্তরায় ক্ষোভ উজার করে বলেন, শিক্ষামন্ত্রী নিজেও একজন অভিভাবক। যদিও তাঁর (হিমন্ত) ছেলে ও মেয়েরা বাইরে পড়াশোনা করছেন। কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েরা যদি অসমে পড়াশোনা করতেন তা হলে এই পরিস্থিতিতে তিনি কি তাঁদের স্কুল বা কলেজে পাঠাতে পারতেন? প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপের অভিমত, বলেন, অসমে যেভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এই পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ খোলা কোনওভাবেই কাম্য নয়। তাই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলের জীবন সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের স্বার্থে এবং রাজ্যের সামগ্রিক করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অন্তত্পক্ষে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যাতে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে তিনি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

প্রয়াত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপান সেনাবাহিনীর যৌনদাসী

টোকিও, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপান সেনাবাহিনীর যৌনদাসী লি মাক ডেল।। স্থানীয় সময় শনিবার ৯৭ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। জাপানের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের সেনাবাহিনী দেশের সরকারের কাছে প্রতি ৭০ জন জওয়ানের জন্য এক জন করে যৌনদাসী চেয়েছিল।

আর বিশ্বের সেরা শক্তিশালী দেশ হওয়ার স্বপ্নে মগ্ন জাপানের শাসকরা সেনাবাহিনীকে তুষ্ট রাখতে কোরিয়া (তখনও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া আলাদা হয়নি), তাইওয়ান, অস্ট্রেলিয়া, তাইওয়ান ও জাপান থেকে অন্তত ২ লক্ষ তরুণী ও যুবতীকে জোর করে যৌনদাসী বানিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছিল যৌনপল্লী। ওই যৌনদাসী ব্যবস্থার জন্য ১৯৯৩ সালে তদানীন্তন জাপান সরকারের মুখপাত্র তথা সেই সময়ের প্রধান ক্যাবিনেট সচিব ইয়োহেই কোনো প্রকাশ্যেই ক্ষমা চেয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে অধুনা দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়োয়েসাঙ্গ প্রদেশের হাডংয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লি মাক ডেল। ১৯৪০ সালে তাইওয়ানে জাপান সেনাবাহিনীর জন্য গড়ে তোলা যৌনদাসীদের পল্লীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রায় পাঁচ বছরের মতো ওই যৌনপল্লীতে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়া জাপানের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার পরে বুসানেই বসবাস করছিলেন ডেল। ২০০৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রশাসনের কাছে নিজেকে যৌনদাসী হিসেবে নথিভুক্ত করান। বেশ কয়েকবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বহু তরুণী ও যুবতীকে জোর করে যৌনদাসী বানানোর বিরুদ্ধে রাজপথেও নেমেছিলেন তিনি। রবিবার গোপনীয়তার সঙ্গেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

বাকসায় নৃশংসভাবে বুনোহাতি হত্যা, চোরাশিকারিরা কেটে নিয়েছে দাঁত, শুঁড়

বাকসা (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) এলাকার বাকসা জেলায় ফের একবার চোরাশিকারির হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে একটি বুনো হাতির। দুষ্কৃতীর দল নৃশংসভাবে কেটে নিয়েছে হাতির দাঁত আর শুঁড়।

বাকসা জেলার বাতাবাড়ি ফরেস্ট কার্যালয়ের অধীন বনগাঁও এলাকায় নৃশংস মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, গতকাল অর্থাৎ শনিবার কয়েকজন গ্রাম নিরাপত্তারক্ষী জঙ্গলের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পান। ওই দুর্গন্ধের উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে মৃত হাতিটিকে দেখতে পান তাঁরা। পরে বন দফতরে এই খবরটি দেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন। কে বা কারা হাতিকে মারল, কীভাবে হাতিটির মৃত্যু হল তার তদন্তে নেমেছেন বনকর্মীরা।

বন আধিকারিকরা ধারণা করছেন, সপ্তাহখানেক আগে হাতিটিকে মারা হয়েছে। প্রসঙ্গত, উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটারও ধানক্ষেতে আজ উদ্ধার হয়েছে একটি বুনো হাতির মৃতদেহ। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন গুলিতে মৃত এক বিক্ষোভকারী, বিক্ষোভে উত্তাল মার্কিন মুলুক

ওয়াশিংটন, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন গুলিতে মৃত্যু হল আরও এক বিক্ষোভকারীর। রবিবার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল মার্কিন মুলুক।

জানা গেছে, ওরেগন প্রদেশের পোর্টল্যান্ড শহরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের সঙ্গে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ প্রবল হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। তিনি নিহত হয়েছেন। তবে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর, গুলিতে জখম এক ব্যক্তিকে চিকিৎসকরা বাঁচানোর চেষ্টা করেন। গুলি কে চালিয়েছে, সেই বিষয়ে নীরব পুলিশ। এদিকে ওরেগন প্রদেশ অবরুদ্ধ। যে কোনও সময় আরও বড় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে পারে এমনই আশঙ্কা।

তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার

বাঁকুড়া, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত উলিয়ারা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। শনিবার সকালে ওই পঞ্চায়েত প্রধানের তালাবন্ধ ঘর থেকে পুলিশ তিনটি বন্দুক, ৬টি কার্তুজ ও বেশকিছু বোমা উদ্ধার করে। সম্প্রতি বিষ্ণুপুরের বেলিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উলিয়াৰা গ্রামে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ বাবর আলীকে খুন করা হয়। এই ঘটনায় উলিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাসলিমা খাতুন এর স্বামী রহিম মণ্ডলকে মূল অভিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই রহিম মণ্ডল জেল হেফাজতে রয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য এই ঘটনার পরই তাসলিমা খাতুন গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়।তার বাড়িতে বেশকিছু মানুষের আনাগোনা ছিল। এই ঘটনায় তারা উপযুক্ত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের এসডিপিও প্রিয়ব্রত বকশি জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সকালে পুলিশ ওই পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে বোমাসহ তিনটি বন্দুক,৬ টি কার্তুজ উদ্ধার করে।

দক্ষিণ শালমারা, ফকিরগঞ্জ পুলিশের যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত বহু নেশাদ্রব্য, আটক দুই

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা এবং ফকিরগঞ্জ পুলিশের যৌথ দলের অভিযানে বহু নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ধুবড়ি জেলার ফকিরগঞ্জ থানার আইরকাটা বাজারে একটি ফার্মাসিতে পুলিশ অভিযান চালায়। অবৈধ নেশা দ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে জহিরুল ইসলাম নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আইরকাটা বাজারের জনৈক আব্দুল আবালের ছেলে ইনামুল হকের ফার্মাসিতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। পুলিশের দল ওই ফার্মাসি থেকে ১৬টি রিডলে ব্র্যান্ডের কফ সিরাপ এবং ৮০টি সিনট্যাক্স প্লাস নামের নেশা জাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ দোকানের মালিক ইনামুল হককে গ্রেফতার করেছে।

দক্ষিণ শালমারা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার অতুলচন্দ্র রায় প্রধানীর নেতৃত্বে ফকিরগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ দল নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযানটি চালানো হয়। জহিরুল ইসলাম এবং ইনামুল হক দুজনকেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উভয়ের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে দুজনকে গ্রেফতার করেছে দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ।

প্লাজমা গান করলেন ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সুরঙ্গ খননকারী কর্মীরা

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : আবারও প্লাজমা দান করলেন ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর কর্মীরা। এরআগেও মেট্রো সুরঙ্গ নির্মাণের দুজন কর্মী প্লাজমা দান করেছিলেন। পুনরায় ফের একবার আরো দুজন এগিয়ে এলেন প্লাজমা দান করতে। শনিবার মেট্রো সুরঙ্গের দুই কর্মী মারুতা কর ও মনোজ সিং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে প্লাজমা দান করলেন।

করণা আবহে লকডাউন এর জেরে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো সুড়ঙ্গ খননের কাজ থেমেছিল বহুদিন। এরপর আনলক পর্ব শুরু হতে কাজ আবার চালু হবার কিছু দিনের মধ্যেই তা বন্ধ করে দিতে হয় করোনা সংক্রমনের জেরে। সুরঙ্গ খননের কাজে নিযুক্ত একাধিক কর্মীর দেহে করোনার সংক্রমণ মেলায় তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে এখন অনেকেই সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পুনরায় শুরু করা হয়েছে কাজ। রাজ্যে করণা আক্রান্তের সংখ্যা কেবল বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্লাজমা থেরাপির উপযোগিতা বারবার বোঝাচ্ছেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। করণা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এমন ব্যক্তিরা তাদের প্লাজমা দান করলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত এমন বহু রোগী খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। এই কথা শুনেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সুরঙ্গ খনন সংস্থার দুই কর্মী শুভ নারায়ণ শাহ ও নিজামুদ্দিন প্লাজমা দান করেছেন আগেই। এরপর তাদের থেকে আরো উৎসাহিত হয়ে এবার প্লাজমা দান করলেন মারুতা কর ও মনোজ সিং।

সংস্থার ইস্ট ওয়েস্ট প্রকল্পের ম্যানেজার সত্যনারায়ণ কানওয়ার জানিয়েছেন, 'আমরা কর্মীদের সমস্ত ধরণের সুবিধা দিয়ে থাকি। আইসোলেশন সেন্টার আমাদের সব সুবিধা আছে। কর্মীদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমস্ত নজর আমাদের আছে। এরই মধ্যে আমাদের সংস্থার কর্মীরা প্লাজমা দান করছেন এটা আমাদের সংস্থার পক্ষেও দারুণ ব্যাপার।' অন্যদিকে প্লাজমা করে খুশি মনোজ সিংও।

করোনা মুক্ত রীতেশ ঘরনি, ইনস্টাগ্রামে জানালেন জেনেলিয়া

মুম্বাই, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন জেনেলিয়া দেশমুখ। তবে আপতত তিনি সম্পূর্ন সুস্থ। ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করে এমনটাই জানিয়েছেন জেনেলিয়া। শনিবার তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে করোনার কোনও উপসর্গ ছিলো না জেনেলিয়ার।

নিজের ইনস্টার দেওয়ালে অভিনেত্রী জানিয়েছেন ২১ দিন আগে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসায় আইসোলেশনে যেতে বাধ্য হন তিনি। একাকীত্বের ভয়াবহতার অভিজ্ঞতাই অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলেন জেনেলিয়া। " কোনও গ্যাজেট , ইন্টারনেট, ডিজিটাল দুনিয়া বা কোনো বিকল্পই কোনোদিন মানুষের একাকীত্বের যন্ত্রনাকে ভুলিয়ে দিতে পারেনা "। আপাতত নিজের পরিবার-পরিজন , স্বামী রীতেশ ও দুই সন্তান রাহিল এবং রিহানের সাথে একাত্ম্য হতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন অভিনেত্রী। উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক টেস্ট করানো , সুস্থ থাকা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলাই এই রোগের সাথে লড়াইয়ের মূল অস্ত্র বলে মনে করেন জেনেলিয়া।

মন-কি বাত-এ ধুবড়ির পুতল শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর মুখে

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : 'মন-কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিম্ন অসমের ধুবুড়ি জেলার পুতল শিল্পের ঢালাও প্রশংসা করেছেন আজ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর অত্যন্ত অন্যতম জনপ্রিয় আকাশবাণীর অনুষ্ঠান 'মন-কি বাত' আজ রবিবার দূরদর্শন এবং অন্যান্য প্রায় সব জাতীয় ও স্থানীয় বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমও সম্প্রচার করেছে। আজকের সম্প্রচার ছিল প্রধানমন্ত্রীর ৬৮ তম 'মন-কি বাত' অনুষ্ঠান। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদী বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করেছেন।

মোদী তাঁর ভাষণে আত্মনির্ভরশীল ভারতের স্বপ্ন সাকার করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের পুতল শিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য মোদী সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মোদী অসমের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করে বলেন, ধুবড়ির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বারাণসী, কর্ণাটকের চান্নাপাটনা, তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভের প্রভৃতির অঞ্চলের পুতল শিল্পের বিশেষ সুনানাম আছে। মোদী ধুবড়ি জেলার আশারিকান্দির টেরাকাটা শিল্পের প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে টেনে এনে সে সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে দেশবাসীকে ভারতের এই সকল শিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারত বর্তমানে উন্নত মানের বহু অ্যাপ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে মোদী সবাইকে ফেসমাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলারও আহ্বান জানান। লকডাউনকালে দেশের শিক্ষকরা প্রযুক্তির ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়েছেন বলেও মন-কি বাত-এ উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী আজ সিবিএসই পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী কতিপয় শিক্ষার্থীর সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন।

ভোপালে প্রবল বর্ষণে উদ্বোধনের আগে ধসে গেল সেতু

ভোপাল, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : প্রবল বর্ষণে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে সিওনি জেলার উইংগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত নতুন সেতুটি উদ্বোধনের আগেই ধসে গিয়েছে। রবিবার সেতুটির উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পূর্বেই ধসে যায় সেতুটি।সূত্রের খবর, ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুটির নির্মাণকাজ প্রায় এক মাস আগেই শেষ হয়ে যায়। স্থানীয়রা সেতুটির ব্যবহার শুরুও করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।সরকারি সেতুটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত ৩.৭ কোটি অর্থমূল্য ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর। ৩০ অগাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের কথা ছিল। সেতুটি ধসে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছেন সিওনির জেলার সুনওয়ারা এবং ভীমগড় গ্রামের কয়েক হাজার মানুষজন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এবার সিনেমা হলের কর্মীদের পাশে অক্ষয়

চলচ্চিত্রের দৈনিক মজুরিভুক্ত কর্মীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলিউডের তারকা অভিনয়শিল্পীরা। কেবল সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে জড়িতদের কথা ভাবলেই তো চলে না, ভাবতে হবে সিনেমা প্রদর্শনের সঙ্গে জড়িতদের কথাও। করোনায় সিনেমা হলগুলো বন্ধ। হল থেকে আয় বন্ধ থাকায় কর্মীদের বেতন দিতে পারছেন না হল মালিকেরা। তাদের জন্যও এগিয়ে এলেন বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার।সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক মাল্টিপ্লেক্স মালিককে ফোন করেন অক্ষয়। অনুরোধ করেন, হল থেকে আয় বন্ধ বলে কোনো কর্মীকে যেন ছাটাই করা না হয়। তিনি জানিয়েছেন, হলের কর্মীদের বেতন দিতে অসুবিধা হলে অক্ষয় ব্যবস্থা করবেন।

গত এক মাস সিনেমা হল বন্ধ থাকায় মুম্বাইয়ের গেটি গ্যালাক্সির মালিক মনোজ দেশাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই অক্ষয় কুমার ফোন করে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেন তাঁকে। তবে মনোজ অক্ষয়কে ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়েছেন, আপাতত তাঁর কোনো সাহায্য দরকার নেই। যদি প্রয়োজন হয়, তিনি জানাবেন।

গেটি গ্যালাক্সি মুম্বাইয়ের সবচেয়ে পুরোনো ও জনপ্রিয় মাল্টিপ্লেক্স। সিনেমা মুক্তি পেলে দর্শক প্রতিক্রিয়া জানতে শাহরুখ খান ও রণবীর কাপুরের মতো তারকারা এই মল্টিপ্লেক্সেই আসেন। ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন স্বয়ং মনোজ। তিনি এও জানান, আপাতত তিনি কোনো কর্মীকে ছাটাই করছেন না এমনকি বেতনও বকেয়া করছেন না।

ভারতে করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার। বলিউডের স্বল্প আয়ের মানুষদের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন তিনি। এ পর্যন্ত প্রায় ২৮ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন এই অভিনেতা। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তিনি দিয়েছেন ২৫ কোটি টাকা। মুম্বাইয়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য তিনি দিয়েছেন তিন কোটি টাকা।

লকডাউনে রান্না শিখে ফেললেন বিদ্যা

রান্না করতে মোটেও পছন্দ করেন না বড় পর্দার সিল্ক স্মিতা ওরফে বিদ্যা বালান। রান্নাঘরের চৌহদ্দিতে পা রাখতেও প্রবল অনীহা তাঁর। বিয়ের আট বছর এভাবেই কেটেছে বিদ্যাররান্নাঘরের চৌকাঠ না মাড়িয়েই। তবে ৪১ বছর বয়সে এসে করোনার কারণে রান্না করা শিখলেন বিদ্যা। আর শুরুতেই বাজিমাত করলেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে রান্নার প্রসঙ্গ উঠলে প্রথম আলোর প্রতিনিধিকে বিদ্যা বলেছিলেন, 'আমি খেতে খুব ভালোবাসি। তবে রান্নাবান্না একদম পছন্দ করি না। রান্নার মধ্যে আমি কেবল পানি গরম করতে পারি (সশব্দে হেসে)।' তবে এবার করোনার দিনে লকডাউনে রান্না শিখে ফেললেন এই বলিউড অভিনেত্রী। আর রাঁধুনির ভূমিকা দারুণ উপভোগ করছেন বিদ্যা।

করোনার সংক্রমণ রুখতে সারা দেশে লকডাউন পালন করা হচ্ছে। তাই গৃহবন্দী বিটাউন তারকাদের অনেকেই রাঁধুনি হিসেবে নিজেদের হাত পাকাচ্ছেন। বরুণ, ভিকি, ক্যাটরিনা, কৃতি, সোনম, দীপিকাসহ আরও অনেক অভিনেতা রান্নাঘরে টুংটাং করে এটা—ওটা বানাচ্ছেন। এবার এই জোয়ারে হাতাখুন্তি নিয়ে বিদ্যাও লেগে পড়লেন হেঁশেলে। আর শুরুতেই তিনি বানালেন এক কঠিন রেসিপি। ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিও পোস্ট করেছেন এই বলিউড নায়িকা। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যা মিষ্টি বানাচ্ছেন।

আর বিদ্যা যে রান্নাবান্না বেশ উপভোগ করছেন, তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অভিব্যক্তিতে। বিদ্যা নিজেও মোদক খেতে ভালোবাসেন। আর এই ভিডিওতে তিনি জানালেন, 'আমি রান্না করতে একদমই পছন্দ করি না। তবে এখন চেষ্টা করছি নানান পদ রান্না করতে। আর আমি দারুণ উপভোগ করছি। আমি এখন আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবার মোদক (মিষ্টি) বানাচ্ছি। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে বানাতাম।' তিনি আরও বলেন, 'রান্না করাকে আমি সব সময় একজন ঘরোয়া হওয়ার প্রতীকী হিসেবে দেখেছি। আর আমি কখনো ঘরোয়া হতে চাইনি। কিন্তু লকডাউনের সময় রান্নাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম।'বিদ্যাকে আবারও পর্দায় দেখা যাবে গণিতবিদ শকুন্তলা দেবীর জীবনচিত্রে। বিদ্যার বিপরীতে এই ছবিতে দেখা যাবে যীশু সেনগুপ্তকে।

মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত সানিয়ার মা

পড় পড় পড়! লকডাউনে ঘরবন্দী বলিউড অভিনেত্রী সানিয়া মালহোত্রা। আর তাঁর কানের কাছে এই শব্দটি বারবার উচ্চারণ করে যাচ্ছেন তাঁর মা। কী এমন হলো এই দঙ্গলকন্যার যে এখনো মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে? তাঁর মায়ের কথা, মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত তিনি। অভিনয় করে কী হবে? তাই লকডাউনে অনলাইনে পড়ার ওপর জোর দিতে বললেন সানিয়ার মা।

চলচ্চিত্রে হাতেখড়ি হলো আমির খানের হাত ধরে। আমিরের সঙ্গে কি এমনিতেই সুযোগ পাওয়া যায়! তাই এর আগে কী না করেছেন! নাচ শিখেছেন, শিখেছেন ব্যালেও। ডান্স ইন্ডিয়া ডান্সে এসে ঝলক দেখিয়েছেন। মুম্বাইয়ে এসে কাজ করেছেন ক্যামেরা সহকারী হিসেবেও। তারপর একেবারে দঙ্গলকন্যারূপে বড় পর্দায় অভিষেক। এর পরের যাত্রাটা দেখুন। পরেই বিশ্বাল ভরদ্বাজের মতো পরিচালকের ছবিতে কাজ। তারপর নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও আয়ুষ্মান খুরানার মতো অভিনেতার সঙ্গে অভিনয়।

হাত আছে আরও গুটিকয় ছবি। মনে করা হচ্ছে তরুণ উঠতি অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে অনেক এগিয়ে সানিয়া। আর তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিনা আঁতকে উঠছেন তাঁর মা! লকডাউনে করতে বলছেন পড়ালেখা! আসলে অভিনয় পেশাটাতেই একটু অখুশি সানিয়ার মা। সম্প্রতি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন। অভিনয়ে নামার সময় থেকেই তাই সানিয়ার মা বেশ চিন্তিত মেয়েকে নিয়ে।

যদিও সানিয়া রুপালি পর্দায় আসায় বাবা বেজায় উচ্ছ্বসিত। কিন্তু মায়ের কপাল থেকে মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা যেন মোছাই যাচ্ছে না।

সানিয়া স্নাতক শেষ করার পর পড়ালেখার ইস্তফা দেন। তাঁর মতে, এবার কাজে মনোযোগ দেওয়া যাক। কিন্তু মায়ের এখনো ভাষ্য, আগে মাস্টার্সটা শেষ হোক। পরে সব হবে।

এবার করোনায় মারা গেলেন কমেডিয়ান লার্জ

ব্রিটিশ কমেডিয়ান ইডি লার্জ করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭৮ বছর বয়সে মারা গেলেন। বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আগে থেকেই হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর এজেন্ট ও ছেলে রায়ান জানিয়েছেন, হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইডি লার্জের আসল নাম এডওয়ার্ড ম্যাকগিনিস। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিবিসি ওয়ানের জনপ্রিয় মুখ। কমেডি সঙ্গী সিদ লিটলের সঙ্গে তাঁর 'লিটল অ্যান্ড লার্জ' শো দারুণ জনপ্রিয়তা কুড়ায়। প্রায় দেড় কোটি দর্শকের হৃদয় জয় করে ওই অনুষ্ঠান। তাঁর মৃত্যুতে মাইকেল বেরিমোর, টমি

ক্যানোনসহ অসংখ্য তারকা ও ভক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন।

শোয়ের সঙ্গী লিটল লেখেন, 'তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তাতে কী। তাঁর চলে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা ৬০ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছি। আমি আজ আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে হারালাম।'

লার্জের পরিবার থেকে তাঁর মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা লার্জকে অনেক অনেক মিস করব। হাসপাতালে প্রতিদিনই ওর সঙ্গে আমাদের, ওর বন্ধুবান্ধবের আলাপ হতো। একজীবনে তিনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন। কোটি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। তিনি মানুষকে হাসাতে খুব ভালোবাসতেন। শান্তি বর্ষিত হোক।' অভিনেত্রী কেট রবিনস লেখেন, 'শান্তিতে থাকুন প্রিয় মানুষ, জয়ী মানুষ।' ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব তাঁর মৃত্যুতে ট্রিবিউট জানিয়ে লেখে, 'আমরা শোকাহত। ইডির পরিবার ও বন্ধুদের এই দুঃসময়ে তাঁদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।' আরেক কমেডিয়ান জেসন ম্যানফোর্ড লেখেন, 'একজন ভালো, মজার আর গুণী মানুষ পৃথিবীকে বিদায় বলল।'

বৈশাখ কেন আজ বর্ষার সাজে

কালবৈশাখী প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে চলে যায়। লন্ডভন্ড যা করার ওই অল্প সময়েই করে। বৈশাখে বৃষ্টিও একটানা হয় না। আজ শুক্রবার কালবৈশাখী অল্প সময় ধরে বয়ে গেলেও ভারী বৃষ্টির যেন বিরাম নেই। বৃষ্টির রূপ আর আচরণ অনেকটাই বর্ষাকালের মতো। কিন্তু কেন বর্ষার মেজাজে বৃষ্টি ঝরছে বৈশাখ মাসে? কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা থেকে বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। দেশের সর্ব উত্তর ও

সব দক্ষিণের এই দুই এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার বেশ ভালোই বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে মোংলায় সবচেয়ে বেশি ৮৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আর রাজারহাটে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৭০ মিলিমিটার। শুধু এই দুটি অঞ্চলই নয়, গতকাল থেকে সারা দেশে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বয়ে যাচ্ছে কালবৈশাখী। যার রেশ আজ শুক্রবারও রয়েছে। এ রকম ঝড়-বৃষ্টি আরও কয়েকদিন থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আব্দুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, চলতি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চলে বেশ গরম পড়েছিল। সেখানে তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কাছাকাছি ছিল। এ সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাতাসে বা বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে প্রচুর জলীয় বাষ্পের জোগান আসছে সাগর থেকে। অন্যদিকে উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে তাপীয় লঘুচাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্প তাপীয় লঘুচাপের কারণে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেখান থেকে মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। এই মেঘ যখন দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে আকারে বড় হয়ে এগিয়ে যায়, সে সময় বাতাস বয়ে যায়। সঙ্গে বৃষ্টিও হয়। আবহাওয়ার রূপ এখন তেমনই রয়েছে।আব্দুল মান্নান বলেন, আজ সারা দেশেই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থা কাল শনিবারও থাকতে পারে। আজ দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ১৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় ঝড়ো হাওয়াসহ বিজলি চমকাযতে পারে। সঙ্গে বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির কারণে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এই অবস্থা আগামী তিন দিন থাকতে পারে।

ক্লুনি দম্পতি দিলেন ৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা

দুবার অস্কারজয়ী অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক ও নির্মাতা জর্জ ক্লুনি। তাঁর স্ত্রী আইনজীবী আমাল ক্লুনি। এবার এই দম্পতি এগিয়ে এলেন করোনা রোধে। লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রতিবেদন অনুসারে, ছয়টি আন্তর্জাতিক তহবিলে তাঁরা ৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা সহায়তা দিয়েছেন।৪২ বছর বয়সী আমালের জাতীয়তা ব্রিটিশ ও লেবানিজ। তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে লেবানিজ ফুড ব্যাংক ও যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসকে অর্থ দিয়েছেন। ইতালির লোম্বার্ডোতে তাঁদের বাড়ি আছে। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁরা সেখানে থাকেন। তাই লোম্বার্ডো ইতালি এলাকায়ও একটা বড় অঙ্কের সহায়তা দিয়েছেন তাঁরা। এই তহবিলের অর্থ স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক ও রোগীদের জন্য খরচ করা হবে। অন্যদিকে 'আগর্নে', 'আউট অব সাইট', 'সিরিয়ানা', 'মিশেল ক্লেটন'—খ্যাত ৫৮ বছর বয়সী হলিউড তারকা জর্জ ক্লুনি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়রের তহবিলও ভারী করেছেন।

নিচে তহবিলের নাম ও টাকার হিসেবে অর্থের পরিমাণ দেওয়া হলো:

১. মোশন পিকচার অ্যান্ড টেলিভিশন হোম ফান্ডে ২ কোটি ১১ লাখ টাকা

২. এসএজি-আফট্রা (এএফটিআরএ) ফাউন্ডেশনে ২ কোটি ১১ লাখ টাকা

৩. লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়রের তহবিলে ২ কোটি ১১ লাখ টাকা

৪. লেবানিজ ফুড ব্যাংকে ৮৫ লাখ টাকা

৫. লোম্বার্ডো ইতালি এলাকায় ৮৫ লাখ টাকা

৬. যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে ৮৫ লাখ টাকা

মোশন পিকচার অ্যান্ড টেলিভিশন ফান্ড অস্থায়ীভাবে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। এসএজি-আফট্রা ফাউন্ডেশন নিজেদের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা, খাবার, আশ্রয় ও চিকিৎসার জন্য এই অর্থ খরচ করবে। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়রের তহবিল থেকে শিশু ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খাবার, ওষুধ, গৃহহীনদের আশ্রয়, প্রবীণদের খাবার ও স্থানীয় লোকজনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। লেবানিজ ফুড ব্যাংক অক্ষম, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, রোগী, একা মা ও এতিমদের খাবার সরবরাহ করছে। লোম্বার্ডো ইতালি এলাকা লোম্বার্ডোতে বিভিন্ন হাসপাতালে সরাসরি সহায়তা দেয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস করোনা রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দেখভাল করছে। ২০১৪ সালে ইতালির ভেনিসে বিয়ে করেন জর্জ ক্লুনি ও আমাল ক্লুনি। তাঁদের সংসারে আছে যমজ দুই সন্তানআলেকজান্ডার ও এলা। এই দম্পতি ছাড়াও এর আগে ব্লেক লিভলি ও রায়ান রেনল্ডস দম্পতি ১০ মিনিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দিয়েছেন বিভিন্ন করোনা তহবিলে। হলিউড তারকাদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগার, উপস্থাপিকা অপরাহ্ উইনফ্রে, মডেল কাইলি জেনার, সংগীতশিল্পী রিয়ানা, জে-জি, শন মেন্ডেস, লেডি গাগারা কোভিড-১৯ ত্রাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছেন।

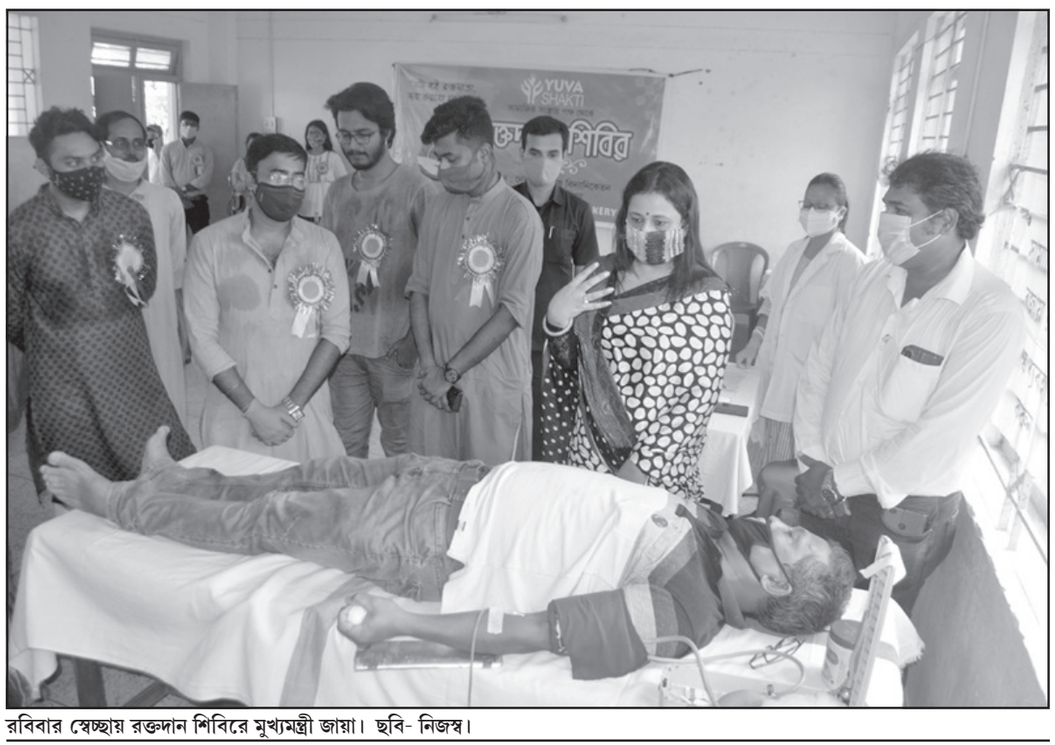

রবিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী জায়া। ছবি- নিজস্ব।

শিলচর মেডিক্যালে চরম অব্যবস্থা, খাদ্য ও ওষুধপত্র সরবরাহকারীর তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি নরকগুলজারে পরিণত হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ অভ্যন্তরীণ চরম দুরাবস্থায় ধুঁকছে। শোচনীয় হয়ে উঠেছে সামগ্রিক পরিস্থিতি। ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই এই হাসপাতালে। ভগ্নপ্রায় একাংশ পরিত্যক্ত বিল্ডিঙের নেই কোনও সংস্কারকাজ। কোভিড রোগীদের পথ্য ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের। অপরিচ্ছন্ন বাথরুম। করোনা আক্রান্ত রোগীরা মেডিক্যাল কলেজ থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন তা ভয়াবহ, হাসপাতাল-ফেরত রোগীরা রীতিমতো মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছেন। উদ্বেগ ব্যক্ত করে এই কথাগুলো সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে প্রদীপ বলেন, সম্প্রতি শিলচর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি নীহারেন্দু নারায়ণ ঠাকুর করোনা আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। তিনি যে দুর্দশার চিত্র বর্ণনা করেছেন তা শুনলে যে কোনও মানুষের চোখ কপালে উঠবে। একজন প্রাক্তন পুরপতিকে তথা শাসকদলের নেতাকে যদি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ধরনের পরিষেবা প্রদান করে থাকেন তা হলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে তা সহজে অনুমান করা যায়।

প্রদীপ বলেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রশাসন বলতে কিছু নেই। চিকিৎসকরা তাঁদের সাধ্যমতো পরিষেবা দিয়ে চলছেন। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নেই। চিকিৎসকের পোস্ট খালি পড়ে আছে। একজন কার্ডিওলজিস্ট নেই। নেই কোনও ইউরোলজিস্ট। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মায় বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী ঘনঘন শিলচর সফরে আসছেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এ সব সমস্যার কোনও সুরাহা তাঁরা করতে পারছেন না! আক্ষেপ করে বক্তা বলেন, অথচ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অত্যন্ত ভালো অবস্থানে আছে। অথচ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এই দুরবস্থা কেন, তার জবাব কে দেবে, প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি বলেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিচালন কমিটিতে রয়েছেন শিলচরের সাংসদ রাজদীপবাবু, রাজদীপ রায়। অথচ সাংসদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ রুগণ অবস্থার উন্নয়নে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে ফেসবুকে ভালো ভালো হোটেলের খাবারের ছবি পোস্ট করে এই সব খাবারের থালা শিলচর মেডিক্যাল কলেজের বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন!

প্রদীপ দত্তরায়ের অনুশোচনা, এত ভালো ভালো খাবার শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপন এজেন্টের মতো প্রচার করছেন সাংসদ, অথচ স্বদলীয় নেতা তথা শিলচরের প্রাক্তন পুরপতি প্রবীণ ব্যক্তিত্ব নীহারেন্দু নারায়ণ ঠাকুর ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই অভিযোগ তাঁর নয়, খোদ প্রাক্তন পুরপতি ঠাকুরের। সাংসদ যে সব খাবারের থালা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছেন, তা যদি আক্ষরিক অর্থেই শিলচর মেডিক্যালে দেওয়া হয় তা হলে বলতে হবে মিথ্যা কথা বলছেন নীহারেন্দ্র নারায়ণ?

এ প্রসঙ্গেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে খাদ্য, ওষুধপত্র ইত্যাদি নানা সামগ্রীক সরবরাহকারী ব্যক্তি বা সংস্থার তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি তুলেছেন প্রদীপ দত্তরায়। বলেন, তখনই দুর্নীতির আড়ালে বিদ্যমান রহস্য জনসমক্ষে বেরিয়ে আসবে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৫০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও এমন দুরবস্থার কথা শুনলে সবার মনে ভীষণ ক্ষোভ ও কষ্টের সঞ্চার ঘটবে, আর এটা অত্যন্ত স্বাভাভিক। এভাবে চলতে থাকলে খুব শিগগিরই কাগজ কল, সুগারমিল, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির মতো শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে বল আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন দত্তরায়। তাঁর অভিযোগ, বরাক উপত্যকা তথা দক্ষিণ অসমের একমাত্র মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতাল যার উপর পার্শবর্তী ত্রিপুরা এবং মিজোরামও নির্ভরশীল, তার সঙ্গে কার্যত বিমাতৃসুলভ আচারণ করছে রাজ্য সরকার।

আলু ৪০ টাকা, লকডাউনের সুযোগে বুদবুদ বাজারে কালোবাজারিতে নাভিশ্বাস সাধারন মানুষের

দুর্গাপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : আলু ৪০ টাকা, পেঁয়াজ ২৪ টাকা, কাঁচা লঙ্কা আড়াই'শ টাকা কেজি। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে লকডাউনের সুযোগে অবাধে কালোবাজারি। অগ্নিমুল্য সব্জির দামে ছ্যাঁকা আম জনতার। কালোবাজারির নজরে পড়তেই আসরে নামল খোদ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। সব্জি বিক্রেতা থেকে আড়তদার সকলকে কড়া সতর্ক করল। রবিবার হাটের দিন ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদ বাজারে।

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্য। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বুদবুদ পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও পর্যন্ত ১২ জন আক্রান্ত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন সুস্থতার পথে। নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। আর এই সংক্রামক রুখতে দিনে রবিবার লকডাউনের উদ্যোগ নেয় ব্লক প্রশাসন। শনিবার বিকালে সেই মতো বুদবুদ বাজারে ঘোষনা করে। রবিবার ছিল বুদবুদ বাজারে সাপ্তাহিক হাটের দিন। পরে কাঁচা সব্জি নষ্ট হওয়ার শঙ্কায় রবিবার অর্ধদিবস লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় প্রশাসন। রবিবার দুপুর আবার সোমবার রাজ্যের সম্পুর্ন লকডাউন। তারপর আবার মঙ্গলবার বুদবুদ বাজার সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। সবমিলিয়ে দুর্ভোগ কমাতে শনিবার রাত থেকে সব্জি কেনার তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। আর বাজারে ক্রেতার উপচে পড়া ভিড় দেখে বিক্রেতাদের তরতরিয়ে দাম চড়তে শুরু করে। অভিযোগ শনিবার রাতে ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে আলু, পেঁয়াজ ২৪ টাকা কেজি, কাঁচা লঙ্কা দু'শ থেকে আড়াই'শ টাকা কেজি দরে বিকোতে শুরু করে। আর ওই দর শুনে চক্ষু চড়ক গাছ সাধারন মানুষের। রবিবার হাটের দিনও অস্বাভাবিক সব্জির দাম হাকতে শুরু করে বিক্রেতারা। তবে আলুর দাম ৩৫-৩৭ টাকা কেজি যেমন বিকোয়। তেমনই কাঁচা সব্জি ছিল ৪৫ টাকার ওপর। অভিযোগ পাইকারি বাজারে কম দাম থাকলেও খুচরো বাজারে দ্বীগুন থেকে তিনগুন বেশী দামে বিকোতে শুরু করে। ছুটির দিনে সব্জির কালোবাজারি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে আম জনতা।

পরিস্থিতি দেখে আসরে নামে বুদবুদ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু। পাইকারি বাজার দরের তালিকা নিয়ে গোটা হাটে অভিযানে নামে। কালোবাজারি করা সব্জি বিক্রেতাদের কড়া সতর্ক বার্তা দেন।

তিনি বলেন,' রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে আলু সহ সমস্ত সব্জির দাম নিয়ন্ত্রনে রাখতে। অথচ কিছু অসাধু ব্যাবসায়ী কালোবাজারি করছিল। তাই সতর্ক করেছি। আবারও অভিযান করা হবে। কালোবাজারি ধরা পড়লে এবার আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।' তবে বুদবুদ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি রতন সাহা অবশ্য জানান,' কালোবাজারি সমর্থন করি না। সব্জি বিক্রেতারা যেটা করেছে উচিত হয়নি।' তিনি আরও বলেন,' রবিবার প্রশাসনের অপরিকল্পিত আচমকা লকডাউন ঘোষনায় এরকম পরিস্থিতি তৈরী হয়।'

করোনা কেড়ে নিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন টেবিল টেনিস তারকা অসম-সন্তান নিপজ্যোতি বরুয়াকে

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন টেবিল টেনিস তারকা নিপজ্যোতি বরুয়া ওরফে মুন্নার মৃত্যু হয়েছে। দিন কয়েক আগে তাঁর শরীরে কোভিডের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। তার পর ডাক্তারের পরামর্শ তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। কিন্তু বাড়িতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এনে ভরতি করানো হয়। হাসপতালে তাঁকে প্লাজমা থেরাপিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও কিছুতেই কাজ হয়নি। শনিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

গুয়াহাটির ডন বসকে স্কুলের ছাত্র নিপজ্যোতি কটন কলেজ (অধুনা কটন বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই নিপজ্যোতি সেই বয়সের শাখায় টেবিল টেনিস খেলে জাতীয় স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জুনিয়র এশিয়ান কাপ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ছিল তাঁর। এর পরের বছর ১৯৯০ সালে আমেরিকার বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত ইউএস ওপেন টেবিল টেনিসেও খেলেছিলেন তিনি। অকালে তাঁর মৃত্যুতে ক্রীড়া জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রসঙ্গত, নিপজ্যোতি বরুয়া মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি কোকোকলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন।

ঢাকে পড়ল কাঠি, খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপূজার শুভারাম্ভ হাজরা পার্কের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : শহরজুড়ে পুজো পুজো গন্ধ। আর মাত্র অল্প কিছুদিন তারপরেই মন্ডপ আলো করে বিরাজ করবেন মা দুর্গা। কিন্তু প্রতি বছরের তুলনায় এই বছর সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। আর এরই মাঝে রবিবার খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপূজার শুভারাম্ভ হাজরা পার্কের।

চলতি বছর হাজরা পার্কের দুর্গোৎসব কমিটি ৭৮ বছরে পা দিল। এদিন খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির প্রধান উপদেষ্টা রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, এই পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়। সমস্ত রকম নিয়ম রীতি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খুঁটি পুজো করা হয়।

খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে এসে এদিন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, "দুর্গোৎসব আবেগের উৎসব। এখন যে কঠিন পরিস্থিতি চলছে তার মধ্যে দিয়ে মাকে স্মরণ করে তার কাছে প্রার্থনা করে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর প্রধান মাধ্যম দুর্গোৎসব। এখানে বিজ্ঞানও জড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র পুজো করলে করোনা চলে যাবে না। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর সৃষ্টিকারী ভগবান হিসেবে আমরা জেনে আসছি, তাই হয়তো তার কাছে প্রার্থনা করলে তিনি সব সমস্যা দূর করে দেবেন"।

প্রকাশিত হল বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির তালিকা

কলকাতা, ৩০আগস্ট (হি. স.) : বিজেপির যুব মোর্চার ২৯ জন জেলা সভাপতির নাম নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মতান্তর খারিজ করে দিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির তালিকা প্রকাশ করলেন সৌমিত্র খাঁ। রবিবার রাজ্য কমিটি ঘোষণা করলেন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। নতুন কমিটিতে যুব মোর্চার সহ সভাপতি হয়েছেন ৬ জন। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ২ জন এবং সম্পাদক হয়েছেন ৫ জন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে নতুন কমিটিতে স্থান পেয়েছেন অনুপম হাজরা, তাপস ঘোষের মতো যুব নেতারা।

সৌমিত্র বাবু বলেন, 'আগে যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেই তালিকাই আপাতত বহাল থাকবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে দিলীপ ঘোষ পরে তা পরিবর্তন করতে পারেন।' একইসঙ্গে এদিন রাজ্য জুড়ে আগামী ১ মাস ধরে ৭৮ হাজার বুথে যুব মোর্চার কর্মীরা ১ লক্ষ মিটিং করবে বলে জানান সৌমিত্র খাঁ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '১ মাস ধরে রাজ্যের ৭৮ হাজার বুথে ১ লক্ষ মিটিং করবে যুব মোর্চার কর্মীরা।' বুথ স্তরে সেই মিটিং শেষ হলে নবান্ন অভিযান হবে বলেও জানান তিনি।

নাগরাকাটায় আরও ৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ , আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২১৩

নাগরাকাটা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় নতুন করে ৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এনিয়ে নাগরাকাটা ব্লকে মোট ২১৩ জন করোনা আক্রান্তের হদিস মিলল। তাঁদের মধ্যে ১ জন স্বাস্থ্য কর্মী ও বাকি দুজন যথাক্রমে হিলা ও বামনডাঙ্গা চা বাগানের বাসিন্দা। শনি ও রবিবার র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে ওই তিন জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যদিও আক্রান্তদের বেশিরভাগই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বাকিরাও আরোগ্য লাভের পথে। করোনা সংক্রামিত হয়ে ব্লকে এপর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। নতুন করে আক্রান্তদের সেফ হোম বা হোম আইসোলেশনে রাখা হবে। তবে ব্লকে সংক্রামিতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত স্বাস্থ্য দপ্তর।

কোচবিহারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, আক্রান্ত ৯৩

কোচবিহার, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহার জেলায় করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। রবিবার নতুন করে আরও ৯৩ জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। জেলায় মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৭৯।

এদিন জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার সদর মহকুমায় ৩৪, দিনহাটায় ৩০, মথাভাঙ্গায় ১১, তুফানগঞ্জে ১৭ ও মেখলিগঞ্জে একজন সংক্রামিত হয়েছেন। তবে স্বস্তির খবর, আগে সংক্রামিত ৬৮ জন এদিন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এদিন, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি, তুফানগঞ্জ-১ ব্লক কার্যালয় সহ বেশকিছু এলাকায় শিবির করে লালার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ফের বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, একদিনে আক্রান্ত ৩০১৯ জন

কলকাতা, ৩০আগস্ট(হি. স.): শনিবারের পর ফের একবার পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়াল। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০১৯ জন। যদিও এদিন নমুনা পরীক্ষাও হয়েছে সর্বাধিক। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৩ হাজার ৪৩৬টি। অর্থাৎ পরীক্ষিত নমুনার ৮.৬৬ শতাংশ মানুষের দেহে সংক্রমনের হদিস মিলেছে।

এদিকে গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৩০৮জন। এদিন সুস্থতার হার তাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১.৯৬শতাংশ। এদিন ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫০ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫, ৬৫৭জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লাখ ৫৩হাজার ৭৫৪জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৫৯হাজার ৭৮৫জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩১৭৬জনের। রবিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা ফের একবার আক্রান্তের থেকে সুস্থতার সংখ্যা বেশি। যা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা চিন্তা প্রশমন করেছে প্রশাসনের। এদিন ৪২৮টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯,৭১৩। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৭২জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৩৩,৪৬৪জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৯জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১২৮০জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৯৬৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯৪জন। অন্যদিকে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। ফলে উত্তর ২৪ পরগনার সংক্রমণ চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮লাখ ৪৫হাজার ৩৯৬টি। এখন রাজ্যে ৭০টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হাওড়ায় লরির ধাক্কায় মৃত সাইকেল আরোহী

হাওড়া, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : হাওড়ার আমতা-বাগনান রোডে এক সাইকেল আরোহীকে পিষে দিল লরি।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাইকেল আরোহীর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গ্রামীণ হাওড়ার বাগনান থানার আগুন্ডী-বেলতলায়।

জানা গেছে, এদিন সাইকেল নিয়ে বাগনানের দিকে যাচ্ছিলেন আমতা-২ ব্লকের তাজপুর বালিকণার বাসিন্দা শম্ভু বেরা। সেইসময় একটি লরি পিষে দিয়ে চলে যায় ওই সাইকেল আরোহীকে। ঘটনাস্থলেই মারা যান ওই ব্যক্তি। জানা গেছে,শম্ভু বেরার উদং-ফতেপুরে একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগনান থানার পুলিশ। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভিআইপি রোডে কৈখালিতে দু'টি বাসের মাঝে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল এক সাইকেল আরোহীর। বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম বিকাশ দেবনাথ (৪৭)। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, দু'টি বাসের রেষারেষির জেরে ওই যুবক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুর্ঘটনার পরে ২১৭ নম্বর রুটের একটি বাস এবং সেটির চালককে আটক করা হয়। অন্য বাসটির খোঁজ চলছে।

রাজৌরিতে সংঘর্ষবিরতি লংঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): গোটা বিশ্ব যখন করোনায় জেরবার তখন নিজের অভ্যাস থেকে সরে আসতে নারাজ পাকিস্তান। আর সেই কারণে রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌসেরা সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ করতে থাকে তারা। এই ঘটনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জেসিও শহীদ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকাল থেকেই ছোট ও মাঝারি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ করার পাশাপাশি মর্টার শেলিংও করে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। এই হামলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেসিও রাজিন্দ্র সিং শহিদ হন।শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুলির লড়াই এখনো চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর কাশ্মীরে সীমান্তবর্তী এলাকায় সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে গোলাবর্ষণ করার প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান।

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রেল আবাসনের ছাদের একাংশ

হাওড়া,৩০ আগস্ট (হি. স.) : করোনা আবহের মাঝেই ফের দুর্ঘটনা। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল লিলুয়া আবাসনের ছাদের একাংশ। রবিবার ঘটনায় আহত আবাসিক রেলকর্মীর মেয়ে।

অভিযোগ উঠেছে,এদিন হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ৫৭ লিলুয়া ফিনলে রোডের আবাসনের ছাদের একাংশ। আবাসিকদের অভিযোগ, মেরামতের অভাবে সব আবাসনগুলির জীর্ণ দশায় পরিণত হয়েছে। এর জেরে এদিন ভেঙ্গে পড়ে। আহত হন আবাসিক কিশোরী পিঙ্কি কুমারী। এরপরই রেলের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেন আবাসিকরা। আগামী মঙ্গলবার তারা রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখবেন বলে খবর।

স্বাস্থ্যবিমা না থাকলেই এবার বেসরকারি হাসপাতালে ওষুধের দামে ছাড় পাবে রোগীরা

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : যত সময় বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে কোণঠাসা শহরবাসী। তবে এবার করোনা রোগীদের জন্য সু"খবর। স্বাস্থ্যবিমা না থাকলে ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের ওপর নির্দিষ্ট ছাড় পাবেন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীরা।

সূত্রের খবর, বেসরকারী হাসপাতাল চিকিৎসারত যে সব করোনা রোগীদের স্বাস্থ্যবিমা নেই তারা ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের ওপর নির্দিষ্ট ছাড় পাবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বা কর্পোরেট বিমা রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে এই ছাড় হবে না প্রযোজ্য। ওষুধের ছাড়ের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বেড চার্জও সরকারের নির্ধারিত মূল্যে নেওয়া হবে বলে খবর। এই নিয়ম প্রযোজ্য একমাত্র করোনা রোগীদের স্বাস্থ্যবিমা না থাকলেই।

ফের করোনার বলি পুরসভার এক চিকিৎসক

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.): ফের করোনার থাবায় প্রাণ গেল কলকাতা পুরসভার এক কার্যনির্বাহী স্বাস্থ্য আধিকারিকের। পুরসভার বোরো ১৫-এর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। রবিবার ভোর রাতে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু কার্যনির্বাহী স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার রকিবুদ্দিন আহমেদের।

পুরসভা সূত্রে খবর, করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় দু সপ্তাহ আগে তিনি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর চিকিৎসার জন্য তাকে ওই বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গতকাল রাত থেকে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়।

কলকাতা পুরপ্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম, এই স্বাস্থ্য আধিকারিকের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ও তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। এই নিয়ে কলকাতা পুরসভার দুজন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন।

হলদিবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী

হলদিবাড়ি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : : কোচবিহারের হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুঁড়ার পাড় এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বিদ্যুৎ দফতরের এক অস্থায়ী কর্মীর। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত কর্মীর নাম হৃদয়নাথ রায় (৩৮)। বাড়ি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাট এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই কর্মী বিদ্যুতের সংযোগ ঠিক করার জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিলেন। কাজ চলাকালীন আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত হৃদয়নাথ রায় পেশায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকাকর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রবিবার আগরতলায় এমএসএস কর্মীরা আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বেঙ্গালুরুর করোনা জীবাণুনাশক যন্ত্র পা রাখল তিলোত্তমায়

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। আরে এবার করোনার জীবাণু বধ করতে ব্যাঙ্গালোর থেকে মহানগরীতে পা রাখল এক নতুন যন্ত্র।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। তবে, করিনাকে নাশ করতেই হবে। তাই " সাইকোক্যান " নামে এই যন্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে করোনা জীবানু নাশ করতে।জানা গিয়েছে, এই যন্ত্র ১০০০ ঘনমিটার এলাকা জুড়ে কাজ করতে পারে। যন্ত্রটি প্লাগে দিয়ে সুইচ অন করার পর এর ভিতর থেকে ইলেকট্রন ক্লাউড বের হতে থাকবে। কোভিড রোগীর ড্রপলেট থেকে বেরনো করোনা ভাইরাসের স্পাইককে নষ্ট করে দেবে এই ইলেকট্রন ক্লাউড। বেঙ্গালুরুর অর্গানাইজেশন ডে স্কালিনের বিজ্ঞানী ডা. রাজা বিজয় কুমারের আবিষ্কার এই যন্ত্র। বর্তমানে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে বসানো হয়েছে এই "সাইকোক্যান "। সূত্রের খবর, পরবর্তী ধাপে তা বসানো হবে মেডিকা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এবং অ্যাপোলোয়।

আগস্টের শেষ লক ডাউনে বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

কলকাতা, ৩০আগস্ট(হি. স.): আগামীকাল আগস্ট মাসের শেষ সাপ্তাহিক লক ডাউন। তার আগেই বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল হল হাওড়া, শিয়ালদহ, খড়গপুর শিলিগুড়ি সহ একাধিক ডিভিশনে। ট্রেন বাতিলের কথা আগাম জানিয়েছে পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে।

যে সমস্ত ট্রেন আগামীকাল বাতিল থাকছে তার মধ্যে রয়েছে, আপ ও ডাউন হাওড়া-পাটনা এক্সপ্রেস, হাওড়া-নিউ দিল্লি এসি এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার স্পেশাল ট্রেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, সোমবার শিয়ালদহ-ভুবনেশ্বর এবং ভুবনেশ্বর-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে। লকডাউনের দিন বাতিল থাকছে হাওড়া-ভুবনেশ্বর স্পেশাল ট্রেন। যশোবন্তপুর-হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস ছাড়বে না।

আগামীকাল হাওড়া থেকে যশোবন্তপুর স্পেশাল ট্রেন ছেড়ে যাবে না। এছাড়া বাতিল শালিমার-পাটনা দুরন্ত স্পেশাল এক্সপ্রেস। এছাড়া আরও বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।এর মধ্যে থাকছে সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া স্পেশাল। এই ট্রেন হাওড়ার বদলে ভুবনেশ্বর আসবে। ভুবনেশ্বর থেকে নয়াদিল্লি স্পেশাল ও এসি এক্সপ্রেসের কোনও স্টপেজ থাকছে না এরাজ্যে। লকডাউন শেষ হবার পরে হাওড়া-মুম্বই সি এস এম টি স্পেশাল ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া-যোধপুর স্পেশাল ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া-যোধপুর স্পেশাল ট্রেন বন্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, যাত্রীদেরকে আগাম ট্রেন বাতিল সম্পর্ক জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও কোনও যাত্রী স্টেশনে এসে পৌছলে তার দায় রেল নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

এবারের পুজোয় অস্তিত্বর খোঁজ দেবে বেলেঘাটা সন্ধানী

কলকাতা,৩০ আগস্ট (হি. স.) : চলতি বছর একটা দিনও ভালো যায়নি শহরবাসীর। করোনা আবহে নাজেহাল সকলে। কিন্তু এই কঠিন সময়েই পুজোর দিন গুনছে বাঙালি। সময় বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে হাজির। আর তাই সমস্ত পুজো প্যান্ডেল গুলো সারছে খুঁটি পুজোর কাজ। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালো বেলেঘাটা সন্ধানীও। রবিবার কঠিন সময়ের মাঝেই খুঁটি পুজো সারল বেলেঘাটা সন্ধানী।

চলতি বছর ৫১তম বর্ষে পদার্পণ করল বেলেঘাটা সন্ধানীর দুর্গোৎসব। আর এই বছর বেলেঘাটা সন্ধানী দর্শকদের সন্ধান দেবে "অস্তিত্ব" - র।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভিড় দেখে ঠিক হবে কত সংখ্যক মেট্রো চলবে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি স): চাকা ঘুরতে চলেছে মেট্রোর। আনলক ৪-এ ফের ছুটবে মেট্রো। কিন্তু ভিড় দেখে ঠিক হবে কত সংখ্যক মেট্রো চলবে।

আনলকের চতুর্থ পর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রথমেই মেট্রো চলাচলের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মেট্রো চালানোর ক্ষেত্রে রাখতে হবে সুরক্ষা বিধি। সূত্রের যাত্রী সংখ্যা দেখেই ঠিক হবে মেট্রোর ট্রিপের সংখ্যা। আপাতত কম মেট্রো দিয়েই শুরু হতে পারে পরিষেবা। আপাতত শুরুর পরই কম ব্যবধানে মেট্রো নাও চালানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২০ মিনিট বা তার থেকেও বেশি সময় অন্তর ট্রেন চলতে পারে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু কলকাতা মেট্রোর। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রস্তুতি শুরু মেট্রোর।

সূত্রের খবর, প্রতি স্টেশনে বসছে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য। এমনকি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হবে যাত্রীদের। তাপমাত্রা ঠিক থাকলে তবে ছাড়পত্র মিলবে স্টেশনে ঢোকার। নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্টেশন করা হবে জীবাণুমুক্ত। ব্যবহার করা যাবে না টোকেন। টোকেন ব্যবহার করলে থেকে যেতে পারে সংক্রমণের সম্ভাবনা। তাই শুধুমাত্র ব্যবহার করা যাবে স্মার্ট কার্ড। মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ করি প্রত্যেক যাত্রীকে মাস্ক পরতেই হবে। মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্বও। মাস্ক ছাড়া মিলবে না প্রবেশের অনুমতি। মেট্রো চলাচল শুরু হলে নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে যে অনেকখানি সুবিধা হবে তা বলাই বাহুল্য।

জগদ্দলে শুটআউট, মৃত কিশোর

বারাসাত, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : ফের শুটআউটের ঘটনা ঘটল উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে। আব্দুল বক্কর নামের এক কিশোর বাইকে করে আসছিল। রাস্তায় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে বাইক থেকে নামিয়ে গুলি করে বলে অভিযোগ। গুলি গিয়ে লাগে বক্করের মাথায়। তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। তবে কে বা কারা কী কারণে ওই কিশোরকে গুলি করে তা এখনও জানা যায়নি।

জানা গেছে, দুস্কৃতীরা প্রথমে শূন্যে গুলি করে। তারপরই কিশোরের মাথা লক্ষ্য করে গুলি। সে গুলিই কিশোরের মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেড়িয়ে গেল ভিড়ে ঠাসা বাজারে। এরপরেই এলাকাবাসী তাড়া করে বাইকে থাকা দুষ্কৃতীদের। ধরেও ফেলে তাঁদের একজনকে। তারপরই গণপিটুনি দিয়ে তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ওই কিশোর খুবই শান্ত স্বভাবের। কারও সঙ্গে গণ্ডগোলেও জড়ায় না সে। পুলিশ কিশোরের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। রবিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মিমির সহযোগিতায় কলকাতার রাস্তায় পড়ে থাকা অসুস্থ বৃদ্ধকে সুস্থ করে ফেরালেন রাণাঘাটে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : করোনা আবহে শহর জুড়ে বিভিন্ন সময় উঠেছে অমানবিকতার চিত্র। কিন্তু চলতি বছর অভিনেতা থেকে অভিনেত্রীরা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে সাধারনের দিকে। কিছুদিন আগেই এক বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শেক্সপিয়ার সরণিতে। এবার সেই বৃদ্ধকে সুস্থ করে নিজের বাড়িতে ফেরালেন তারকা সংসদ মিমি চক্রবর্তী।

রানাঘাট থেকে কলকাতায়, রাস্তা হারিয়ে অসুস্থ হয়ে শেক্সপিয়র সরণীতে এসে পড়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তারকা সাংসদ। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অসুস্থ বৃদ্ধকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন মিমি চক্রবর্তী। এবার সেই বৃদ্ধ সুস্থ হওয়ার পরই তাকে বাড়ি ফিরিয়ে দিলেন অভিনেত্রী। আপাতত ওই অসুস্থ বৃদ্ধ কে রাণাঘাটেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন পরিবারের সবাই। সেখানেই তাঁর বাকি চিকিৎসা হবে বলে খবর। ভবিষ্যতেও সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মিমি।

বড়বাজারের বহুতলে আগুন আতঙ্ক

কলকাতা,৩০ আগস্ট (হি স): করোনা আবহের মাঝেই ফের শহরে আগুন আতঙ্ক। বড়বাজারের ৭০ বছরের পুরনো এক বহুতলে ভয়াবহ আগুন। শনিবার গভীর রাতে আগুনে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান। দমকলের ৪টি ইঞ্জিনের সহায়তায় রবিবার ভোরে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

জানা যাচ্ছে, শনিবার রাত আড়াইটে নাগাদ প্রথমে বহুতলের একতলা আগুন লাগে। অল্প সময়ের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় খবর দেওয়া হয় দমকলে। মুহুর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন। ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। দমকল সূত্রে খবর, হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মিটার বক্স থেকে ওই বাড়িতে কিছু দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কিভাবে লাগলো আগুন সেই ঘটনার তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ।

সংক্রমণ এড়াতে ওটিপি দেখিয়েই মিলবে রেশন

কলকাতা, ৩০আগস্ট(হি. স.): করোনা আবহে ছোঁয়া বিধি মেনে চলতে বলা হচ্ছে বারবার করে। সেই সতর্কীকরণকে মাথায় রেখে রেশন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হলো। এবার থেকে ওটিপির মাধ্যমে পাওয়া যাবে রেশন। রেশন সামগ্রী নিতে হলে গ্রাহকদের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে চলে যাবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি। আর দোকানে সেটি দেখালেই মিলবে রেশন।

এতদিন ই—পিওএস মেশিনে আঙুল ছুঁইয়ে বা ডিলারের হাতে রেশন কার্ড দিয়ে রেশন তুলতে হয় গ্রাহকদের। তাতে সংক্রমনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এবার রেশন পদ্ধতিতেও আনা হল ডিজিটাল ব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থায় সংক্রমণ এড়ানো যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রেশন গ্রাহকদের আধার ও মোবাইল নম্বর সংযুক্তিকরণ করার কাজ বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে। রাজ্যে ৭ কোটিরও বেশি রেশন গ্রাহকের আধার নম্বর সংযুক্তিকরণ হয়ে গিয়েছে। বাকি গ্রাহকদের আধার নম্বরের পাশাপাশি মোবাইল নম্বর সংযুক্তিকরণ দ্রুত শেষ হবে বলেই জানা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে।

এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, রেশন বণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও অতিমারির সময় সুরক্ষিত আদান—প্রদান ব্যবস্থার লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত থাকলে রেশন কার্ড ছাড়াই গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করা যাবে। আর ওটিপি জানালেই মিলবে রেশন।

প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

মহিলাদের পুষ্টিকর খাদ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি পেলে মানসিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। ভ্রূণের পুষ্টির সরবরাহের জন্য প্রসূতি মায়েদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। পুষ্টিকর খাবার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ একান্ত ভাবে প্রয়োজন। এতে করে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

করোনা সংকটে শিক্ষকরা প্রযুক্তিকে আপন করে নিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): নতুন প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিকূলতাকে সুযোগে পরিণত করেছেন শিক্ষকেরা বলে মন কি বাত অনুষ্ঠানে রবিবার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মান কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। প্রতিটা মানুষের সাফল্যের পেছনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিসীম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং করোনা সংকটকালে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিকুলতাকে সুযোগে পরিণত করেছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রযুক্তিতেকে শিক্ষা পদ্ধতিতে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখে গিয়েছে শিক্ষকেরা। এই পরিসরকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা দান সুগম করার চেষ্টা করেছে শিক্ষকেরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতিবছর ৫ ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের স্মরণে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বন সৃজন করে আইজিবিসি রেটিংয়ে প্লাটিনাম স্থান পেল কলকাতা

কলকাতা, ৩০আগস্ট(হি. স.): বনসৃজনের পরিকল্পনা ও পরিবেশবিধি অক্ষুণ্ণ রেখে কংক্রিটের নির্মানের জন্য নিউটাউনের মাথায় উঠল নয়া মুকুট ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের(আইজিবিসি) রেটিংয়ে একশোর মধ্যে বিরাশি নম্বর পেয়ে প্ল্যাটিনাম স্থান পেয়েছে কলকাতা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত রাজ্য বনদফতর ও হিডকো কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে নিউটাউনে গাছ লাগানোর কাজ শুরু করে। রাস্তার মাঝে ফ্লাইওভারের পিলারে ছোট মাপের গাছ লাগানো থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ জলাশয়কে ঘিরে গড়ে ওঠা উদ্যান নিউটাউনের সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি তাকে আরও প্রাণবন্ত ও অক্সিজেনে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে, সবুজায়ন, পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান বজায় রাখা, একাধিক পার্ক তৈরি-সহ রেন ওয়াটার হারভেস্টিং, রুফটপ গার্ডেনে উৎসাহিত করা, ই-প্রযুক্তিনির্ভর যানবাহন চলাচলে জোর, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এলইডি-সহ একাধিক ব্যবস্থা সুচারুভাবে গড়ে তোলার ফলে গোল্ড থেকে প্ল্যাটিনাম স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়েছে নিউটাউনের।

চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

গতকাল রাতে কে বা কারা ছাঁদ দিয়ে ডুকে একজন চিকিৎসকের মোবাইল এবং এক পুলিশ কর্মীর ব্যাগ চুরি হয়। ব্যাগে বন্দুকের ম্যাগজিন আর মোবাইল ছিলো। চুর ঐ ব্যাগ নিয়ে যায় বলে খবর। বিষয়টি নজরে আসতেই দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় পরে ব্যাগ এবং ম্যাগজিন পাওয়া গেলেও দুটি মোবাইল পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এলাকা জুড়ে। তবে ম্যাগজিনের বিষয়টি প্রকাশ্যে না আসে এরজন্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে খবর। তবে ধারণা করা হচ্ছে চুর কোভিড সেন্টারেই আছে।

নদীপথে

● **প্রথম পাতার পর**

নদীপথে মার্কিং শুরু হয়ে গেছে। নৌ-যান পাইলট সমস্ত জরিপ করছেনঊ তাছাড়া, পণ্যবাহী নৌ-যানে একজন পথপ্রদর্শক থাকবেন। তিনি দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত পথ দেখিয়ে আনবেন। সূত্রের দাবি, ওই নদীপথে কিছু সমস্যা রয়েছেঊ তাই ঢাকা থেকে ভেকু আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলাদা জলযানে ওই ভেকু থাকবে। নদীপথে কোথায় মাটি কিংবা গাছ কাটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ভেকু সেই কাজ করবে। সব মিলিয়ে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার সোনামুড়ায় নদীপথে পণ্য পৌঁছনোর সমস্ত চেষ্টা আন্তরিকতার সাথে করছে বাংলাদেশ সরকার।

আগরতলা

● **প্রথম পাতার পর**

দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। রাজধানী আগরতলা শহরের বিজয় কুমার চৌমুহনীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।খোদ রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় একের পর এক এ ধরনের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। রাতে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীদের বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

দেশে

● **প্রথম পাতার পর**

সব মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৩৪৯৮।

করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে এই মুহূর্তে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৫৪৬৭। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭৬৮১। কর্ণাটকে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬৪৬৫। দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪০৪০। ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে পরীক্ষা হয়েছে ১০৫৫০২৭। এখনো পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪১৪৬১৬৩৬ নমুনা।

হত দুই

● **প্রথম পাতার পর**

আছে এবং তার দেহ অন্য জায়গায়। তখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানিয়েছেন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফায়ার সার্ভিস কাজ করে না। শুধুমাত্র আহতদের উদ্ধার করাই হলো ফায়ার সার্ভিসের কাজ। তাই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চলে যায় এবং বিশালগড় থানার এএসআই আসিফ ইকবাল মৃত মিঠন দেবনাথের মেলাঘর বাড়িতে খবর দেয়। খবর পেয়ে মিঠন দেবনাথের পিতা নারায়ন দেবনাথ , সহ পরিবারের সবাই এসে মৃতদেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

জানা যায় মিঠন দেবনাথ সাত বছর আগে বিয়ে করে এবং তাদের একটি পাচ বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে। যাকে মিঠন কষ্ট করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করাচ্ছে। মৃতার মা বাবার বক্তব্য গতকালকে মিঠন দেবনাথ তার বাড়িতে প্রচুর মানুষকে নিমন্ত্রণ করে খায়িয়েছে। তাহলে কি সেটা তার জীবনের ঋন শোধ করা নাকি অন্যকিছু। বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত উত্তর জোলাইবাড়ী হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা হলধর সাহা (৮০) পথদুর্ঘটনায় প্রান হারালেন। জানা যায় উদয়পুর থেকে সাব্রুমগামী একটি গাড়ী হলধর সাহাকে উনার বাড়ীর সামনে জাতীয় সড়কে সজোরে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। গাড়ীর ধাক্কায় হলধর সাহা জাতীয় সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। জানা যায় গাড়ীটি দ্রুত গতিতে ছিলো। হলধর সাহাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ীটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দুর্ঘনটার পর এলাকাবাসী হলধর সাহাকে জোলাইবাড়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক হলধর সাহাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। জোলাইবাড়ী ফাঁড়ীর ওসি জানান দুর্ঘটনার পর উনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। মৃতদেহ ময়না তদন্তে পর উনাদের পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ওসি গৌতম জমাতিয়া জানান পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ জানানো হয়নি। তবে পুলিশ গাড়ীটিকে খোঁজার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান।

সামাজিক কর্মসূচি

আটের পাতার পর

সংগঠনের সম্পাদক দিনমণি চাকমা সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের সম্পাদক দিনমণি চাকমা জানান এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ আগামী দিনেও জারি থাকবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে শিশু, অভিবাবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

শর্মার উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই কার্য্যকারিণী বৈঠকের সুচনা করেন রাজ্যের বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠানে সকলে অংশ গ্রহন করেন। সভার কার্য বিবরণীর শুরুতেই গত কার্য্যকারিণী বৈঠকের পর রাষ্ট্রীয় স্তরে এবং প্রদেশ স্তরে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং অরুনাচল-চীন সীমান্তে, জম্মু-কাশ্মীরের গালোয়ান প্রদেশে চীনের ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত বীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং নীরবতা পালন করা হয়।

এই সভার শুরুতেই দলের রাজ্য সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান এবং বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং কার্যকর্তাদের ভূমিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় মহামন্ত্রী অরুন সিংএই ভার্চুয়েল কার্য্যকারিণীতে উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করতে গিয়ে বলেন যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সদিচ্ছা এবং কর্মতৎপরতায় ত্রিপুরা বিকাশের অন্য ধারায় এগিয়ে চলেছে। এমনকি বর্তমান অতিমারীর সময়ের সময়োপযোগি সিদ্ধান্ত গ্রহনের ফলে রাজ্যের মানুষ সুরক্ষিত রয়েছে। কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, ২০১৮ সালে এই রাজ্য থেকে কমিউনিস্টদের বিতরণ করে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান কর্মীদের ভুমিকা গোটা দেশে এক অনন্য নজির।

এই সভায় রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী। এই প্রস্তাবে বিশ্ব অতিমারী করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে তার নিয়ন্ত্রনে গৃহীত ব্যবস্থাদিসহ প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা, আত্মনির্ভর ভারত এবং অন্যান্য দৃঢ় ও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজ্যের ক্ষেত্রে হীরার বাস্তবায়ন ও হীরা প্লাস, মুখ্যমন্ত্রী স্ব-নির্ভর যোজনা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, জনজাতি কল্যাণ সহ সরকারের সুদূর প্রসারী সদর্থক উদ্যোগের উল্লেখ করেন ও বিরোধীদের নেতিবাচক জনস্বার্থ বিরোধী ও বিভ্রান্তিমূলক প্রয়াসের নিন্দা জানান। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং রাজীব ভট্টাচার্য। এরপর অর্থনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক যাদব লাল নাথ। এই প্রস্তাবে রাজ্যের উন্নয়নে কৃষি, বিপনন, উৎপাদন ক্ষেত্র এবং এমএসএমই-র দুর্বলতা দূর করে তাকে স্বয়ংম্ভরতার ভিত্তিতে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করেন। তার সমর্থনে আলাচেনায় অংশ গ্রহন করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন এবং রাজ্যের সহ-সভাপতি ডাঃ অশোক সিনহা।

বিস্তৃত আলোচনার পর প্রস্তাব দুটি সর্বসম্মতিভাবে গৃহিত হয়। এরপর রাজ্য সহ-সভাপতি তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। এতে সাংগঠনিক সর্বশেষ অবস্থা, কার্যকর্তাদের সমস্যা ও কার্যকর্তা নির্মান, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর আসাম এবং ত্রিপুরার সংগঠন মহামন্ত্রী ফনীনাথ শর্মা আগামীদিনের কর্মসূচী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। যার মধ্যে উল্লেখ্য আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭০তম জন্মদিন। তাই ১৪-২০সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সেবা সপ্তাহ রূপে দিনটি উদ্যাপিত করা হবে। এছাড়া, ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। তাই ৫ এবং ৬ সেপ্টেম্বর দুইদিনব্যাপী বুদ্ধিজীবি সেলের উদ্যোগে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে জেলা ও মন্ডল স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হবে। এছাড়া আগামী দিনে দলের প্রশিক্ষণ শিবির করা সহ অন্যান্য সাংগঠনিক বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তৃত পথ নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মহামন্ত্রীঅজয় জাম্বুয়াল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ক্ষমতা বিজেপির মূল লক্ষ্য নয়।

কিন্তু সমাজের কল্যাণ ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতা একটি মাধ্যম মাত্র। এই লক্ষ্য পূরণে বিজেপির বিচার ধারায় কার্যকর্তা নির্মানের জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরদিকে, বিজেপি মহিলা মোর্চার রাষ্ট্রীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাতকরজী স্মার্ট সিটি প্রকল্পে ত্রিপুরার অবস্থান ৭৪তম স্থান থেকে ৫৬তম স্থানে আসা ত্রিপুরার অপরাধ প্রবনতা বিশেষ করে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাস পাওয়ায় এবং ত্রিপুরাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের লজেস্টিক হাব হিসাবে গড়ে তালার জন্য রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসে সন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব রাজ্য বিজেপি সরকার এবং দলের কাজে সন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং দল-মতের উর্দ্ধে উঠে দেশ গঠনের নিয়োজিত থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃত্ব নির্মান এবং জন সংযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন সরকার ও সংগঠনের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। রাজ্যের বর্তমান অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে ত্রিপুরাকে আর্থিক সমৃদ্ধি প্রদানের মাধ্যমে অষ্টলক্ষ্মী অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

পরিশেষে রাজ্য সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই কার্যকারিণী বৈঠক সমাপ্তি ঘটে।

ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

গেলে ঘটে বিপত্তি।এতে হঠাৎ করে গভির জলে তলিয়ে যায় সঞ্জিৎ।তাকে সহপাঠিরা রক্ষা করতে পারেনি কারন জলাশয়ের জলের গভীরতা প্রায় ২৫ ফুটেওর অধিক ছিলো।

খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকলবাহিনী ও চুড়াইবাড়ি থানাকে। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌছায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা ও চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। দমকল বাহিনীর কর্মীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও জলাশয়ের জলে তলিয়ে যাওয়া সঞ্জিতের হদিস পায়নি।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফেন্সিসডার্লিং।খবর দেওয়া হয় এনডিআরএফ বাহিনীকে। কৈলাশহর থেকে সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে রাত্রিবেলা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সঞ্জিততের মৃত উদ্ধার করা যায়নি।যদিও প্রবল বৃষ্টিপাতের ও অন্ধকারের কারণে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করতে হয় এনডিআরএফ বাহিনী।আজ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ উক্ত জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের নামে এনডিআরএফ বাহিনীর কর্মীরা। দেড় ঘন্টা খোঁজা খুঁজি করে প্রায় ১৫ ঘন্টা পর অবশেষে সকাল নটা নাগাদ সঞ্জিত সিনহার মৃতদেহ জলাশয় থেকে উদ্ধার করে এনডিআরএফ বাহিনীর কর্মীরা। মৃতদেহ উদ্ধারের পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন সঞ্জিতের পরিবারের লোকজন। মৃত যুবক সঞ্জিত সিনহার পরিবার সূত্রে জানা যায় সঞ্জিত কর্মসূত্রে সত্য মাইক্রো ক্যাপিটাল লিমিটেড কর্মরত ছিল। মাস ছয়েক পূর্বে তার বিয়ে হয়েছে।

এদিকে শনিছড়া ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জলাশয়টি প্রায় ৩৫ খানি নিয়ে অবস্থিত। উক্ত জলাশয় থেকে রিফাইন হয়ে শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশপাশের এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ হতো। শনিছড়া সহ আশপাশের এলাকার একমাত্র ভরসা উক্ত জলাশয়ের জল। আর ওই জলাশয়ের জলে ডুবে এক যুবকের মৃত্যুতে শনিছড়া গ্রাম সহ আশপাশের গ্রামে পানিয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

অপরদিকে সঞ্জিত সিনহার মৃতদেহ উদ্ধারের পর চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তবে জলাশয়ে স্নান করতে নেমে তরতাজা যুবক জলের তলায় তলিয়ে সলিল সমাধি হওয়াতে গোটা শনিছড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রোগী

● **প্রথম পাতার পর**

গর্ভবতী মহিলার মায়ের করোনা পজিটিভ আসে। পরে ডাক্তারবাবুরা সেই মহিলাকে কোভিড সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তদ্বির চালায়। কিন্তু এই সুযোগে সেই মহিলা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হঠাৎ হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতাল থেকে মধুপুর থানা জানানো হয়। বিশালগড় স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ সকল জায়গায় খবর পাঠানো হয়। এদিকে ডাক্তার পূজা সাহা জানান মধুপুর থানার মাধ্যমে সোনামুড়া থানায় জানানো হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত সেই মহিলার হদিস পাওয়া যায়নি। জানা যায় সেই মহিলার বাড়ি সোনামুড়া উরমাই। অন্যদিকে মধুপুর হাসপাতালে ডাক্তারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

বলে থুতু আর ঘাম মাখানোর পক্ষে নেহরা—হরভজন

করোনা—পরবর্তী সময়ে ক্রিকেটে থুতু দিয়ে বল চকচকে করা, কিংবা ঘাম মাখানোর সংস্কৃতিটা উঠে যাবে? আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা দৃষ্টিকটু এই ব্যাপারটিই বহুকাল ধরে ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাঠে বোলাররা বা ফিল্ডাররা বলে থুতু

ঘষছেন না, এমন দৃশ্য দেখার জন্যও তো তৈরি নয় ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ।

কিন্তু করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি অক্ষরে, অক্ষরে মেনে চলাটা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নীতি---নির্ধারকেরা খেলাটি থেকে "অস্বাস্থ্যকর" এই রীতিটা তুলে দেওয়ার কথাই ভাবছেন। তবে এখানে কিছু ব্যাপার আছে। ক্রিকেটে কৃত্রিম কোনো জিনিস, যেমন ভ্যাসলিন, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি দিয়ে বল ঘষা আইনবহির্ভূত। তাই "প্রাকৃতিক" থুতু ও ঘামই বল চকচকে করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ঘোরতর বিপদেই পড়তে হবে বোলারদের। ক্রিকেট বলে যেকোনো ধরনের সুইং করাতেই থুতু ও ঘামের ব্যবহার আবশ্যিক। ভারতের দুই সাবেক বোলার আশিস নেহরা ও হরভজন সিং তো বলেই দিয়েছেন, ক্রিকেট বল সুইং করাতে থুতু আর ঘামের বিকল্প নেই।ভারতের সাবেক বাঁ হাতি পেসার আশিস নেহরাকে ভাবিয়ে তুলেছে ব্যাপারটি, "প্রথমত বলে সুইং করাতে হলে থুতু আর ঘাম লাগাতেই হবে।"অনেকেই থুতু ও ঘামের বিকল্প হিসেবে বলে ভ্যাসলিন ব্যবহার করেন, যদিও এটি বর্তমান ক্রিকেটের আইনে অবৈধ। কেউ কেউ তো শিরিশ কাগজ এমনকি ট্রাউজারের চেইনের জিপার দিয়ে বল ঘষেছেন কেবল মাত্র বাড়তি সুইংয়ের আশায়। ১৯৭৬ সালে ইংলিশ বোলার জন লেভারের সেই ভ্যাসলিন মাখানোর কাহিনি খুবই বিখ্যাত। তবে নেহরা মনে করেন, যা—ই করা হোক না কেন, থুতু আর ঘাম লাগবেই, "আমি রীতিমতো বাজি ধরে বলতে পারি লেভার বলে ভ্যাসলিন মাখানোর আগে থুতু ও ঘাম ব্যবহার করেছিল। ভ্যাসলিন কেবল বলটাকে স্কিড করাতে বাড়তি সহায়তা করবে।"

নেহরার সঙ্গে একমত হয়ে বল বিকৃতি বা কৃত্রিম বস্তু ব্যবহারের বিপদটা বলেছেন অফ স্পিনার হরভন সিং, "একবার ভেবে দেখুন থুতু আর ঘাম নিষিদ্ধ হওয়ার পর বোলাররা বলে সুইং করাতে বোতলের ছিপি ব্যবহার করবে। ইনিংসের পঞ্চম ওভার থেকেই বল যদি রিভার্স সুইং করা শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে!"

অনলাইনে পাকিস্তানের ৪৫ ক্রিকেটারের ক্লাস নেবেন ওয়াসিম-মিয়াদাঁদরা

করোনার কারণে গৃহবন্দী হয়ে আছেন ক্রিকেটাররা। খেলা নেই, কবে আবার শুরু হবে তারও ঠিক নেই। এ সময়ে দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।নাসিম শাহর যেন উচ্ছ্বাস বাঁধ মানে না। মাস দুয়েক আগে রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট ইতিহাসের সবকনিষ্ঠ হ্যাটট্রিকম্যান বনে যাওয়া পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারের উচ্ছ্বাসের কারণ?

জাতীয় দলে বোলিং কোচ হিসেবে ১৭ বছর বয়সী নাসিম পান কিংবদন্তি পাকিস্তান ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিসকে। এর পাশাপাশি যদি ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতারের মতো কিংবদন্তিদের কাছেও ক্লাস করার সুযোগ মেলে? যদি জানার সুযোগ মেলে তাঁদের ক্যারিয়ারের খুঁটিনাটি। তাঁরা অনুশীলনে কী করতেন না করতেন, ম্যাচের আগে প্রস্তুতিতে কোন দিকটাতে নজর দিতেন, প্রতিপক্ষকে কীভাবে পড়তেন, তারকাখ্যাতি কীভাবে সামলাতেন...সবই যদি জানার সুযোগ মেলে?"এই গ্রেটরা কীভাবে প্রতিপক্ষকে পড়ে নিতেন, গতি আর দক্ষতা দিয়ে কীভাবে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতেন সেসব শোনার সুযোগ পাব" — উচ্ছ্বসিত নাসিমের কথা। শুধু নাসিমই অবশ্য নন, পাকিস্তান দলের তরুণ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি জাতীয় দলের বাইরের উঠতি অন্য ক্রিকেটার মিলিয়ে মোট ৪৫ ক্রিকেটারের জন্য অনলাইনে পাকিস্তানের কিংবদন্তিদের

কাছ থেকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। করোনাভাইরাসের কারণে আপাতত সব বন্ধ, ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য কিছু ব্যায়ামের বাইরে তেমন কিছুই করার সুযোগ নেই ঘরবন্দী ক্রিকেটারদের বেশিরভাগেরই। সময়টাকে কাজে লাগাতেই এমন উদ্যোগ পিসিবির।শুধু ওয়াসিম-শোয়েবই নন, অনলাইনে "ক্লাস" নেবেন জাভেদ মিয়াঁদাদ, মোহাম্মদ ইউসুফ, মঈন খান, মুশতাক আহমেদ, রশিদ লতিফ ও ইউনিস খান। সবাই অবশ্য সব ব্যাপারে বলবেন না। ব্যাটিং, পেস ও স্পিন বোলিং আর উইকেটকিপিং — চার বিভাগে ভাগ করে কথা বলবেন সাবেকরা।

মিয়াঁদাদ, ইউসুফ ও ইউনিস কথা বলবেন ২১ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে, ১৩ ফাস্ট বোলারের জন্য ওয়াসিম-শোয়েব, ৬ স্পিনারের সঙ্গে জ্ঞান ভাগাভাগি করবেন মুশতাক, আর মঈন ও রশিদ ক্লাস নেবেন ৫ উইকেটকিপারের।শুধু যে বর্তমান খেলোয়াড়েরাই খুশি, তা নয়। তরুণদের সঙ্গে নিজেদের এত বছরের ক্রিকেট খেলার, ক্রিকেট দেখার ও শেখার জ্ঞান ভাগাভাগি করতে উন্মুখ কিংবদন্তিরাও। মিয়াঁদাদ বলছিলেন, "এই ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলতে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি। আশা করি আমি ওদের নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিতে পারব যেটা ওদের ব্যক্তিগত ও দলীয় পারফরম্যান্স আরও ভালো করবে।" রশিদ লতিফ ঠিক করে রেখেছেন, "নিজেই বলতে থাকার চেয়ে আমি যেটা করব, ওদের প্রশ্ন করতে দেব, ওদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব।"পাকিস্তানের প্রধান কোচ ও প্রধান নির্বাচকের যৌথ ভূমিকা পালন করা মিসবাহ-উল-হকের কথাটা শোনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মতো। সাবেকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "এই কিংবদন্তিদের ঝুড়িতে অনুপ্রেরণাদায়ী অনেক গল্প আছে। আমি চাইব তরুণ ক্রিকেটাররা যেন যা শোনে তা-ই মনে ধারণ করে, এই বিশ্বমানের পারফরমারদের কাছ থেকে কিছু শেখে।"

অশ্বিনের লড়াই নিজের সঙ্গেই

গত কয়েক বছর ধরে টেস্টে ভারতের সেরা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দেশের মাটিতে তাকে ছাড়া টেস্ট খেলার কথা ভাবতেই পারে না ভারত। কিন্তু বিদেশে, বিশেষ করে উপমহাদেশের বাইরে খেলা হলে পাল্টে যায় দৃশ্যপট। তখন একাদশে জায়গা পেতে সংগ্রাম করতে হয় অশ্বিনকে। প্রতিপক্ষ, কন্ডিশন অনেক কিছুর সঙ্গেই লড়াই করতে হয়। তবে দিন শেষে এই অফ স্পিনারের কাছে আসল লড়াইটা নিজের সঙ্গেই।

উপমহাদেশের বাইরে এখন পর্যন্ত অশ্বিন টেস্ট সিরিজ খেলেছেন নয়টি। এর মধ্যে একবার কেবল খেলতে পেরেছেন সিরিজের সব ম্যাচে। কখনো চোটের কারণে, আবার কখনো টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তে থাকতে হয়েছে একাদশের বাইরে।

ভারতের সবশেষ সফরই যেমন। নিউ জিল্যান্ড সফরে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে খেলেন অশ্বিন। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি একাদশে জায়গা হারান রবীন্দ্র জাদেজার কাছে। ব্যাটিং সামর্থ্যে এগিয়ে থাকায় বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার জাদেজাকে নেয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

উপমহাদেশের বাইরে সুযোগ ধারাবাহিকভাবে না এলেও সাফল্য বেড়েছে বলেই মনে করেন অশ্বিন। বিশেষ করে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জোহানেসবার্গ টেস্টে ৪২ ওভারে উইকেটশূন্য থাকার পর থেকে। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ও বর্তমানে ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকারের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমনটাই বললেন অশ্বিন।

"দেখুন, একটি ব্যাপার নিশ্চিত, আমি আসলে আমার মানদণ্ডের সঙ্গে অনেকভাবে লড়াই করছি।" ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সিরিজের সবগুলো টেস্টেই খেলেন অশ্বিন। এরপর থেকে উপমহাদেশের বাইরে তার সাফল্য তুলনামূলক ভালো। এই সময়ে ১২ টেস্টে ২৭.৬৫ গড়ে নিয়েছেন ৪৪ উইকেট। এর মধ্যে আটটি টেস্ট ছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ জিল্যান্ডে। যেখানে ৩০.৪৮ গড়ে তার উইকেট ২৭টি।

২০১৬ সালের আগে উপমহাদেশের বাইরে ৯ টেস্ট খেলে ৫৬.৫৮ গড়ে নেন ২৪ উইকেট।

২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে শুধু এক সংস্করণের খেলোয়াড় হয়ে গেছেন অশ্বিন। ওই বছর তিনি ইংলিশ কাউন্টিতে খেলেছিলেন। সে সময়ের একটি উপলব্ধির কথাও শোনালেন।

"কোনো স্পিনারের বিদেশের কন্ডিশনে বোলিং করতে এবং দেশের মাটির সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে হলে ম্যাচের সম্ভাব্য সঠিক সবসময়েই বোলিং করা দরকার। এটা প্রথম ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কিছুটা ভাগ্যও লাগে। ২০১৪ সালে (২০১৩ সালের ডিসেম্বরে) দক্ষিণ আফ্রিকার ওই ম্যাচের পর থেকে আমি আমার সাফল্যগুলো দেখেছি এবং সেগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।"

ধোনির জায়গায় কিপিং, ভয়ে থাকেন রাহুল

উইকেটের সামনে-পেছনে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, তার জায়গায় খেলতে গেলে যে কারোরই স্নায়ু চাপে ভোগা স্বাভাবিক। এই অভিজ্ঞতা এরই মধ্যে হয়ে গেছে লোকেশ রাহুলের। ২৮ বছর বয়সী এই কিপার-ব্যাটসম্যান জানালেন, উইকেটের পেছনে দাঁড়ালে দর্শকদের চাপ ভড়কে দেয় তাকে। ভয়ে থাকেন কিপিংয়ের সময়।

ক্রিকেট পিচ ছোট হোক, চান রমিজ

করোনা—পরবর্তী সময়ে বোলাররা যেহেতু বলে থুতু বা ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই তাদের সুবিধ দিতে ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যই কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন রমিজ রাজা। ফাইল ছবি করোনা—পরবর্তী সময়ে বোলাররা যেহেতু বলে থুতু বা ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই তাদের সুবিধ দিতে ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যই কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন রমিজ রাজা। করোনা—পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট যখনই মাঠে গড়াক, একটা বিষয় প্রায় নিশ্চিতক্রিকেটাররা আর কখনোই থুতু দিয়ে বল চকচকে করার সুযোগটা পাচ্ছেন না। কোভিড—১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মানতে গিয়েই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি বলে থুতু লাগিয়ে ঘষার সেই আবহমান ক্রিকেট সংস্কৃতি বদলে দিচ্ছে।কেবল থুতু নয়, বলে ঘাম ব্যবহার করে তা উজ্জ্বল করাও নিষিদ্ধ হতে পারে। এর বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্য ভেবে রেখেছে আইসিসি। সেটি আম্পায়ারের তত্ত্বাবধানে কোনো কৃত্রিম বস্তু দিয়ে বল উজ্জ্বল করা বা এ জাতীয়।এতদিন ক্রিকেট বলে কৃত্রিম কোনো কিছু লগানোই বেআইনি ছিল। এর ব্যত্যয় ঘটলে সেটিকে বল টেম্পারিংয়ের তকমা দেওয়া হতো। কিন্তু করোনা—পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে সেই অবৈধ ব্যাপারটিই ক্রিকেটে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে। বল বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে সিদ্ধ, স্বীকৃত।পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রমিজ রাজা ব্যাপারটিকে সমস্যা হিসেবেই দেখছেন, "এখন ক্রিকেটাররা বলে থুতু বা ঘাম লাগাতে পারবে না। এতে বল পালিশ করতে সমস্যা হবে। রিভার্স সুইংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র প্রয়োগে এই পালিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিভার্স সুইং জিনিসটি না থাকলে ক্রিকেটে ভারসাম্য নষ্ট হবে।"তিনি এর সমাধানে বোলারদের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবই দিচ্ছেন। রমিজ মনে করেন, বোলারদের বাড়তি সুবিধা দেওয়াই যায়। সেক্ষেত্রে পিচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা যেতে পারে, "বোলারদের বাড়তি সুবিধা দিতে পিচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া যায়। পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজের জায়গায় ২০ গজ করে দিলেই কিন্তু বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেল।"

করোনা—পরবর্তী পৃথিবীর অনেক কিছুই বদলে যাবে। স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে অনেক কড়াকাড়ি আসবে।

টেন্ডুলকারের সেরার তালিকায় ইমরান-কপিল

অনেকের "প্রিয়" ক্রিকেটারের তালিকায় শচীন টেন্ডুলকারের নামটা থাকবে। দুই যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এত অর্জন, এত কীর্তি... ভারতীয় কিংবদন্তিকে প্রিয় তালিকায় রাখতেই হবে। মানুষের "প্রিয়" তো হয়েছেনই। তা টেন্ডুলকারের কাছে যদি পাঁচজন সেরা অলরাউন্ডারের নাম জানতে চাওয়া হয়, কাকে রাখবেন? কাল তাঁর ৪৭তম জন্মদিন ছিল। জন্মদিনে স্টার স্পোর্টসকে টেন্ডুলকার জানালেন তাঁর চোখে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা পাঁচ অলরাউন্ডারের নাম: কপিল দেব, ইমরান খান, স্যার রিচার্ড হ্যাডলি, ম্যালকম মার্শাল ও ইয়ান বোথাম।পাঁচ অলরাউন্ডারকে বেছে নেওয়ার ব্যাখ্যায় টেন্ডুলকারের যুক্তি, "আমি এই পাঁচ অলরাউন্ডারের খেলা দেখতে দেখতে বড় হয়েছি। এঁদের একজনের সঙ্গে খেলেছি, তিনি কপিল। আমার প্রথম পাকিস্তান সফরে প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক ছিলেন ইমরান খান। তৃতীয়জন হচ্ছে স্যার রিচার্ড হ্যাডলি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সফরে প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দলে ছিলেন তিনি। এরপর অস্ট্রেলিয়ার ম্যালকম মার্শাল আর ইয়ান বোথামের বিপক্ষে খেলেছি।" যাঁদের দেখে বড় হওয়া, তাঁদের বিপক্ষেই ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে মুখোমুখি হওয়ার অনুভূতি। টেন্ডুলকারের ক্যারিয়ারকে তো শুধু শুধুই বর্ণাঢ্য বলা হয় না!

ভারতকে ডেকে ৭৩ কোটি টাকা আয়ের আশা

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করে টিভি স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে ১৯ কোটি ৫০ লাখ র‍্যান্ড (৭৩ কোটি টাকা) পাওয়ার আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকাসব ধরনের ক্রিকেটই আপাতত ঘরের উঠোন কিংবা টিভি পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যে মাঠে খেলা ফিরতেই দিচ্ছেই না। ভারতের সিরিজ খেলতে গিয়েও মাঝপথে ফিরে আসতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।ক্রিকেট এভাবে থমকে যাওয়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে সব দেশের ক্রিকেট বোর্ডই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় বোর্ডও কর্মচারিদের ছাঁটাইয়ের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার উপায় বের করছে। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজন করেই সব সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা তাদের।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করে টিভি স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে ১৯ কোটি ৫০ লাখ র‍্যান্ড (৭৩ কোটি টাকা) পাওয়ার আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাও শূন্য গ্যালারিতে খেলা আয়োজন করেই। কারণ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চাহিদা টিভি দর্শকের কাছে এতটাই বেশি যে টিকিট বিক্রির অর্থ থেকে ২০ গুণ আয় করা সম্ভব সেখান থেকেই।

স্পোর্টস টুয়েন্টিফোরকে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী জ্যাক ফাউল বলেছেন, "আমাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা সুযোগ। শূন্য গ্যালারিতে চাইলে আমরা খেলতে পারি এবং আয় করতে পারি।"

আগামী আগস্টেই সিরিজটি আয়োজন করতে চায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দরকার হলে দুই পক্ষের জন্য সুবিধাজনক ভেন্যু দুবাইয়েও সিরিজ আয়োজন করতে আপত্তি নেই তাদের।

এ সপ্তাহেই শ্রীলঙ্কা সফর স্থগিত হয়েছে প্রোটিয়াদের। জুনের এই সফরে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার।

কিন্তু বৈশ্বিক মহামারির মুখে আগ থেকে সিরিজ স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে দুই বোর্ড।

এ ব্যাপারে ফাউল বলেছেন, "এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ক্রিকেটে স্বাভাবিকতা ফিরে এলেই এ সফর নতুন করে আয়োজন করা হবে। লকডাউন পরিস্থিতে আমরা ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারছি না।

এতা আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। তা ছাড়া খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথাও খেয়াল রাখতে হবে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

"বিরক্তিকর" ভারতীয় স্পিনারকে ব্লক করবেন গেইল

করোনার এই সময়ে ঘরবন্দী সবাই। ক্রিকেটাররা বাড়ি থেকেই নিজেদের নানা কর্মকাণ্ড পোস্ট করছেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। এই দলে খুবই তৎপর ভারতীয় লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি চোখ এড়াচ্ছে না কারওরই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাহালের অতি-তৎপরতা বিরক্তির কারণ হচ্ছে অনেকরই। তাঁর ভাঁড়ামোপূর্ণ ব্যাপার—স্যাপার দেখে অনেকে চাহালকে একহাত নিতে ছাড়েননি।

কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে চাহালকে "ভাঁড়" বলেই মন্তব্য করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা এবি ডি ভিলিয়ার্স। এবার ক্রিস গেইল রীতিমতো খেপে গিয়েই চাহালকে অত্যন্ত বিরক্তিকর তকমা দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় লেগিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে ব্লক করারও হুমকি দিয়েছেন।

আইপিএলে চাহাল আর গেইল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে সতীর্থ ছিলেন। তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ এটা কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু এবার এই করোনার সময় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতীয় সতীর্থকে আর নিতে পারছেন না গেইল। বিরক্তির চরমে উঠেই তিনি মন্তব্য করেছেন, "চাহাল তুমি এবার দয়া করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে রক্ষে কর। তোমাকে আমি আর নিতে পারছি না। এবার তোমাকে আমি ব্লক করব।"কথাগুলো চাহালের পেছনে বলেননি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটিং তারকা। তিনি এক ইনস্টাগ্রামে সেশনে সরাসরিই চাহালকে এসব বলেন। গেইল আরেক সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম "টিকটকে"র কাছে নাকি সরাসরিই চাহালকে ব্লক করার আবেদন করেছেন, "আমি টিকটককে বলেছি তোমাকে ব্লক করে দিতে। সত্যিই বলছি। তুমি অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছ। এ মুহূর্তে তোমার উচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছেড়ে দিয়ে এটিকে বাঁচানো। আমরা সবাই তোমাকে দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এবার তোমাকে আমি ব্লক করব। তোমাকে এ জীবনে আমি আর দেখতে চাই না।"এদিকে সম্প্রতি ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলিও চাহালের বুদ্ধিমত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে এক ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে কোহলি মন্তব্য করেছেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাহালের কর্মকাণ্ড দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে ছেলেটির বয়স ২৯ আর সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে।"উত্তরে ভিলিয়ার্স চাহালকে নিয়ে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, "ভাবতে পার এই চাহাল আমাকে একদিন রাত একটার সময় কল করেছিল? ছেলেটা পুরোপুরি পাগল।"

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। আগরতলা প্রেসক্লাবে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে লায়ন্স ক্লাবের ২৫জন সদস্য স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।রক্ত দানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক জানান করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে. ।ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট মোকাবেলার জন্যই আগরতলা লায়ন্স ক্লাব রক্তদান শিবিরের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।আগামী দিনগুলিতে লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হবে বলে লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক জানিয়েছেন।রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের মজুদ মজবুত করার লক্ষ্যে অন্যান্য ক্লাব ,স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন , সমাজসেবী সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেসক্লাবের এ ধরনের মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেছে বিভিন্ন মহল।

যুবশক্তি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এ রবিবার যুবশক্তি সামাজিক সংস্থা নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩০জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যায়া নীতি দেব।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব বলেন এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মের অন্যান্যদের কেউ এগিয়ে আসা প্রয়োজন।তিনি বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রক্ত সংকটের কারণে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।রক্তের যোগান নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সামাজিক সংস্থা সহ অন্যান্যদের রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব।যুব শক্তি সামাজিক সংস্থা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তাদের ভূয়শী প্রশংসা করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী যাইয়া বলেন এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মের এগিয়ে আসায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলির অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।শুধুমাত্র রক্তদান শিবির সংগঠিত করাই নয় বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গন্ডাছড়ায় জনজাতি সেবক সংঘের সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ আগস্ট।। গন্ডাছড়ায় জনজাতি সেবক সংঘের সামাজিক কর্মসূচি। রবিবার জনজাতি সেবক সংঘ গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়নপুর এডিসি ভিলেজের মগ পাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে এক সামাজিক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়। এদিন অঙ্গনওয়ারী সেন্টারের শিশুদের মধ্যে বই,খাতা,কলম, ফাইলকাভার,মাস্ক,ডেটল সাবান,বিচকুট বিতরন করা হয়। তাছাড়া এই সেন্টারের শিশুদের জন্য দিদিমণির হাতে খেলাধুলার এবং বিভিন্ন শিক্ষনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সেখানে উপসিত ছিলেন জনজাতি সেবক সংঘ গন্ডাছড়া মহকুমা সভাপতি ম্রাসাথৈ মগ,

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলায় পুর নিগমের উদ্যোগে করোনা টেস্ট করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

নিট ও জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের থাকা ও যাতারতের দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যগুলোকে, দাবি এবিভিপি-র

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিদ্যার্থী পরিষদের আবেদন নিট ও জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবহন ও থাকার ব্যবস্থা রাজ্যগুলিকে করতে হবে। এক বিবৃতিতে পরিষদের তরফে রবিবার এই দাবিকরা হয়েছে।

পরিষদের বক্তব্য, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ছাত্র হিতের কথা মাথায় রেখে নিট ও জয়েন্টের মত সর্বভারতীয় পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছে যে নিট ও জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবহন ও থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ লকডাউন ও করোনা পরিস্থিতিতে জনসাধারণের যে পরিবহন ব্যবস্থা তাতে বিভিন্নরকম বিধিনিষেধের ফলে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও যাতে কোন প্রকার বিড়ম্বনার মধ্যে না পড়েন, সেই জন্য তাদের ব্যবস্থাও রাজ্যে সরকারগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

এবিভিপি-র বক্তব্য, আমরা আশা করি দেশের প্রতিটি রাজ্য সরকার করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র গুলিকে নিরাপদ গড়ে তুলতে ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থান যথেষ্ট উদ্বেগজনক।কারণ সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও পর্যন্ত তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

এবিষয়ে দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক শ্রী সুরঞ্জন সরকার বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে পরীক্ষার আগে ও পরে লকডাউন ঘোষণা করে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ করেছে তাতে প্রমাণ করে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ছাত্রবিরোধী সরকার। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের ঘোষিত লকডাউনের দিন প্রত্যাহার ও পরিবর্তন না করে এবং তাদের এই ছাত্রবিরোধী অবস্থানের জন্য যদি রাজ্যের একটি ছাত্রও তার পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী থাকবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"এছাড়াও এবিভিপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদিকা সুশ্রী নিধি ত্রিপাঠি বলেছেন, " লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এই নিট ও জয়েন্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। তাই অতি শীঘ্রই সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য যাতায়াত ও থাকার সু-ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে উড়িষ্যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গৃহীত সিদ্ধান্ত যথেষ্ট প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। এছাড়াও এবিভিপি-ও একটি দায়িত্বশীল ছাত্র সংগঠন হয়ে নিট ও জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সমস্ত ভারতজুড়ে হেল্পলাইন নম্বর ঘোষণা করেছে"।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মেট্রো চালুর প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ৩০ আগস্ট(হি স): অবশেষে ঘুরতে চলেছে মেট্রোর চাকা। আনলক ৪-এ ফের ছুটবে মেট্রো। ছাড় পত্র মিলতেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের।

আনলকের চতুর্থ পর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রথমেই মেট্রো চলাচলের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মেট্রো চালানোর ক্ষেত্রে রাখতে হবে সুরক্ষা বিধি। আর সেই কথা ভেবে ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু কলকাতা মেট্রোর। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রস্তুতি শুরু মেট্রোর। সূত্রের খবর,জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রতি স্টেশনে বসছে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র। এমনকি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হবে যাত্রীদের। তাপমাত্রা ঠিক থাকলে তবে ছাড়পত্র মিলবে স্টেশনে ঢোকার। নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্টেশন করা হবে জীবাণুমুক্ত।

ব্যবহার করা যাবে না টোকেন। টোকেন ব্যবহার করলে থেকে যেতে পারে সংক্রমণের সম্ভাবনা। তাই শুধুমাত্র ব্যবহার করা যাবে স্মার্ট কার্ড। মেট্রো স্টেশনে প্রবেশকারি প্রত্যেক যাত্রীকে মাস্ক পরতেই হবে। মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্বও। মাস্ক ছাড়া মিলবে না প্রবেশের অনুমতি।

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ থেকে মেট্রো চলার কথা জানানো হয়েছে।

কিন্তু সমস্যা ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে সাপ্তাহিক লকডাউন। ফলে সূত্রের খবর কলকাতাতে মেট্রো চলতে পারে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে যদিও তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। মেট্রো চলাচল শুরু হলে নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে যে অনেকখানি সুবিধা হবে তা বলাই বাহুল্য। তবে, লোকাল ট্রেন কবে চলবে সেই বিষয়ে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।

দুর্গাবাড়িতে দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। দুর্গাবাড়ি এলাকায় বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনা র কবলে পড়েন সুপ্রতিম ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি। জানা যায় একটি গাড়ি করে তারা দুর্গাবাড়ি এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিল। গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে স্থানীয় কিছু উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ভাঙচুর করে। এমনকি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যকে মারধর করে। ঘটনার খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দুর্গাপুর এলাকায় দুর্ঘটনায় পতিত গাড়িসহ সুপ্রতিম ভট্টাচার্য এবং তার বন্ধুদের এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।দুর্ঘটনায় পতিত সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ওপর হামলা এবং গাড়ি ভাংচুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।দুর্ঘটনায় পতিত লোকজনদের রক্ষার বদলে এক ধরনের হামলা হুজুরের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মন কি বাতে আত্মনির্ভর ভারতে অ্যাপ ডেভেলপারদের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): আত্মনির্ভর ভারত অ্যাপ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জে যে সকল অ্যাপ ডেভলপার অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয়দের উদ্ভাবন এবং সমস্যা সমাধান পরিবেশন করার ক্ষমতায় বিশ্বাসী প্রত্যেকে। আর সেখানে যদি নিষ্ঠা এবং অধ্যাবসায় যুক্ত হয় তবে সেই ক্ষমতা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। চলতি মাসের শুরুর দিকে অ্যাপ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ভারতের বহু তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেছিল। দেশজুড়ে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি নাম নথিভুক্ত হয়েছিল। ভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলির তরুণ-তরুণীরাই দুই-তৃতীয়াংশ এর মধ্যে রয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত এবং দেশের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এটি ভালো পরিচয় বহন করে চলেছে। একাধিক পর্যবেক্ষণ করার পর ২৪ টি অ্যাপকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। প্রত্যেকের উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এদিন নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী কুটুকি কিডস অ্যাপ এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। যেখানে শিশুরা গান, গল্প এবং খেলার মাধ্যমে বুনিয়াদি অংক শিখতে পারবে। আস্ক সরকার অ্যাপে সাধারণ মানুষ সরকারের প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবে। কু অ্যাপের মাধ্যমে সামাজিকভাবে বার্তা প্রেরণ ভিডিও এবং অডিও প্রেরণ করতে পারবে। সেট গো অ্যাপ শারীরিক কসরত একজন ব্যক্তি কতটা করল সারাদিনে তার হিসাব দিতে সক্ষম। দেশের তরুণ প্রজন্মের এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

মহারাজগঞ্জ বাজারে বিস্তর পরিমাণে বিলেতী মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ।সদরের এসডি পিওর নেতৃত্বে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এবং পূর্ব থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে বলে জানা গছে। বাজারে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজারে ব্যাপক হারে বেআইনিভাবে বিলিতি মদ বিক্রি করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এসডি পিওর নেতৃত্বে হানা দিয়ে সাফল্য পেয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য কিছুদিন পরপরই মহারাজগঞ্জ বাজারে হানা দিয়ে পুলিশ বিলিতি মদ সহ নানা নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে।রাজধানীর অন্যতম প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারে এ ধরনের নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিষয়ে পুলিশকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে।বিশেষ করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এ ধরনের নেশা সামগ্রী তোমার হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়েছে।

মন কি বাতে বিশ্বের জন্য খেলনা বানানোর আহবান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): খেলনা শিল্পে আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিনকে টেক্কা দিতে মরিয়া ভারত। এমন পরিস্থিতিতে মান কি বাত অনুষ্ঠানে বিশ্বের জন্য দেশবাসীকে খেলনা তৈরির আহ্বান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছেন ভারত আগামী দিনে খেলনার হাবে পরিণত হবে। রবিবার মান কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরম্পরাগত ভাবে ভারতে স্থানীয় খেলনার চাহিদা বরাবরই ছিল। প্রতিভাবান এবং দক্ষ শ্রমিক রয়েছে ভারতে যারা ভাল খেলনা তৈরিতে সক্ষম। শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য খেলনার গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও খেলনার গুরুত্ব বলে গিয়েছিলেন। বিশ্ববাসীর জন্য ভারতকে খেলনা তৈরি করতে হবে। আগামী দিনে খেলনার হাবে পরিণত হবে ভারত। সেই ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বে খেলনার বাজার প্রায় সাত লক্ষ কোটি টাকার। সেখানে বর্তমানে ভারতের অংশীদারিত্ব খুবই কম। এই ক্ষেত্রে ভারতকে উন্নতি করতে হবে। দেশের স্টার্টআপগুলিকে দলবদ্ধভাবে খেলনা শিল্পের জন্য ঝাপাতে হবে।পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও লোকালের জন্য ভোকাল হতে হবে। দেশের একাধিক অঞ্চলকে খেলনা শিল্পের ক্লাস্টার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। কর্ণাটকের চান্না পাটনা, অন্ধ্রপ্রদেশের কোনডা পল্লী, তামিলনাড়ুর তাঞ্জোর, অসমের ধুব্রি, উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে খেলনার শিল্পের জন্য ক্লাস্টার তৈরীর কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ পালন করবে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেবা সপ্তাহ উদযাপন করবে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। গোটা সপ্তাহজুড়েই থাকবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মসূচি। ইতিমধ্যেই প্রতিটি রাজ্যের সভাপতিদের এ বিষয়ে চিঠি পাঠিয়ে অবগত করা হয়েছে।এই সেবা সপ্তাহের থিম হচ্ছে "সত্তর"। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭০ তম জন্মদিন হতে চলেছে ১৭ তারিখে। দলের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই বিজেপির রাজ্য শাখাগুলিতে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। যেসব কর্মসূচি পালন করা হবে তা হলো প্রতিবন্ধীদের প্রস্থেটিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য, অন্ধ ব্যক্তিদের চশমা, বিভিন্ন রাজ্যের ৭০ হাসপাতলে ফল দান। বস্তি এলাকাগুলিতে একাধিক সামাজিক কর্মসূচি। এছাড়া করোনা মহামারীর জেরে প্লাজমা দান, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে।

মন কি বাতে কৃষকদের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): করোনা সংকটকালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ভাল ফলনের জন্য কৃষকদের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ঋকবেদে খাদ্য সরবরাহকারী কৃষকদের প্রশস্তি রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষকেরা নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছরের খারিফ শস্যের ফলন সাত শতাংশ বেশি হয়েছে। গত বছরের তুলনায় ধানের ফলন এ বছর ১০ শতাংশ বেশি হয়েছে, ডালের ফলন হয়েছে ৫ শতাংশ বেশি।গম তিন শতাংশ বেশি ফলন হয়েছে। সর্ষের ফলন হয়েছে ১৩ শতাংশ বেশি। এর জন্য দেশের প্রতিটা কৃষককে অভিনন্দন জানাই। তাদের প্রতি কুর্নিশ রইল। ওনাম উৎসবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, আমাদের সমাজ এবং জীবন কৃষির শক্তিতে এগিয়ে চলেছে। উৎসবের প্রকৃত রং কৃষকদের পরিশ্রমের মধ্যেই নিহিত। বেদও কৃষকদের কুর্নিশ জানিয়েছে। ওনাম এখন ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উপসাগরীয় দেশগুলোতে পৌঁছে গিয়েছে। ওনামের পবিত্র অনুভূতি এখন সর্বত্র বিরাজমান।

পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে বিহারে ভার্চুয়াল রেলি করবে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): বিজেপির আগ্রাসনের সামনে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মরিয়া কংগ্রেস।তাদের পাখির চোখ এখন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। সেই উপলক্ষে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে বিহারে ভার্চুয়াল রেলি করবে কংগ্রেস।

অন্যদিকে বিজেপির শীর্ষ নেতারা ৬ সেপ্টেম্বরের পর বিহার যাবে বলে জানা গিয়েছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে আজেডির হাত ধরেই ভোট বৈতরণী পার করতে চায় কংগ্রেস। আরজেডি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে আরএলএসপি, হাম, বামফ্রন্টের মতন দলগুলি। যদিও কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অখিলেশ প্রসাদ সিংহ জানিয়েছেন আসন নিয়ে এখনো কোনও রকম সমঝোতা হয়নি। এদিকে আগামী ২৯ শে নভেম্বর বিহার বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে চলতি বছরের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বিহারে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জে ডি ইউ এবং লোক জনশক্তি পার্টির হাত ধরেই নির্বাচনে লড়বে বিজেপি।

মন কি বাতে সেপ্টেম্বরকে পুষ্টি মাস হিসেবে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): সেপ্টেম্বরকে পুষ্টি মাস হিসেবে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমাদের শিশু এবং পড়ুয়াদের থেকে সেরাটা পেতে গেলে তাদেরকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়াটা একান্ত জরুরী। সেই কারণে গোটা সেপ্টেম্বর জুড়ে চলবে পুষ্টি মাস। মাই গভ পোর্টালের তরফ থেকে আয়োজন করা হবে খাদ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতা। এমনকি একটা মিম এর প্রতিযোগিতা হবে।সকলেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা উচিত।পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।খাদ্যগুণ এবং পুষ্টির সঙ্গে সরাসরি মানসিক বিকাশ ও বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক রয়েছে।স্কুলগুলির ক্লাসগুলিতে মনিটর রাখার পাশাপাশি পুষ্টি মনিটর রাখতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। প্রসূতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ৩০ আগস্ট (হি. স.): মধ্য প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, 'আজ সকালে (রবিবার) প্রধানমন্ত্রীকে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে। তিনি আমাদের পাশেই রয়েছেন। সারারাত ধরে উদ্ধারকাজ চালিয়ে আমরা সাফল্য পেয়েছি। সেহরি জেলায় বন্যায় আটকে পড়া নারেলা গ্রামের পাঁচজনকে রাত আড়াইটে নাগাদ উদ্ধার করা হয়েছে। বালাঘাট জেলায় যে তিনজন আটকে পড়েছিল তাদেরকে এয়ারলিফট করা হয়েছে।' মধ্যপ্রদেশের বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, 'মধ্যপ্রদেশের নয়টি জেলার ৩৯৪ টি গ্রাম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সাত হাজারেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিন্ডওয়ারায় যে পাঁচজন আটকে ছিল তাদেরকে এয়ারলিফট করে উদ্ধার করা হয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা তরফ থেকে উদ্ধার কাজের জন্য বাড়তি হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছে।জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁধগুলির থেকে জল ছাড়ার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামবাসীদের উচিত স্থানীয় প্রশাসনের কথা মেনে গ্রাম ছেড়ে ত্রাণশিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া।' এদিন পরে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের উচ্চপদে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। সেখানে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

আনলক ফোর-কে স্বাগত জানালেন মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.): পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে দেশজুড়ে জারি হবে আনলক ফোর। সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যেই দিশা নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিএসপির সুপ্রিমো মায়াবতী। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় মায়াবতী লিখেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সব কটি রাজ্যের জন্য যে দিশা নির্দেশ জারি করেছে তা স্বাগতযোগ্য। করোনা নিয়ে এতদিন ধরে যে রাজনীতি চলেছে এই পদক্ষেপ তার ওপর লাগাম টানবে।

সংকটের এই সময়ে মানুষের সহায়ক হয়ে উঠবে এই দিশা নির্দেশ। উল্লেখ করা যেতে পারে আনলক ফোর থেকে মেট্রো এবং রেল চালানো হবে। খুলে দেওয়া হবে প্রেক্ষাগৃহ, সামাজিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও। এমনকি রাজনৈতিক জমায়েত করা যাবে। কিন্তু সেই জমায়েতে ১০০ জনের বেশি জনসমাগম করা যাবে না।মুখে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনেই চলতে হবে। জনজীবন স্বাভাবিক করতে তৎপর যে প্রশাসন এটা তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।